দায়িত্বশীল
মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার
আচরণ-বিধি

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

রোম, ১৯৯৫

এই তথ্য পুস্তিকায় বর্ণিত পদমর্যাদার সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কোন দেশ, অঞ্চল, শহর বা এলাকার সার্বভৌমত্বের আইনগত বিষয়ে বা তার কর্তৃপক্ষের বা এ সবের সীমান্ত বা সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে কোনরূপ ইঙ্গিত বা প্রশ্ন উত্থাপন বা মতামত প্রকাশ করছে না।

ISBN 92-5-104541-0

সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা বা অন্যান্য অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই তথ্য পুস্তিকার বিষয়বস্তুর পুনর্মুদ্রণ ও প্রচার গ্রন্থসত্ত্বাধিকারীর কাছ থেকে লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকেই আইনসম্মত বলে গণ্য হবে তবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। পুনর্বিক্রয় বা অন্যান্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই তথ্য পুস্তিকার বিষয়বস্তুর পুনর্মুদ্রণ গ্রন্থসত্ত্বাধিকারীর লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে পূর্ব অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্র দি চীপ, পাবলিশিং এন্ড মাল্টিমিডিয়া সার্ভিস, তথ্য বিভাগ, এফএও এর বরাবরে ভিয়েলে দেল্লে তার্মে দ্যা কারাকাল্লা (Viale delle Terme di Caracalla), ০০১০০, রোম, ইটালী, এই ঠিকানায় লিখতে হবে বা ই-মেইলে copyright@fao.org এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে।

© এফএও ১৯৯৫

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ		৫
ভূমিকা		৭
অনুচ্ছেদ	১- আচরণ-বিধির বৈশিষ্ট ও ব্যাপ্তি	৭
	২- আচরণ-বিধির উদ্দেশ্যাবলী	৮
	৩- অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক দলিলাদির সাথে সম্পর্ক	৮
	৪- বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও হালনাগাদকরণ	৯
	৫- উন্নয়নশীল দেশ সমূহের বিশেষ চাহিদা	১০
	৬- সাধারণ বিধি-বিধান	১০
	৭- মৎস্য ব্যবস্থাপনা	১৩
	৮- মৎস্য আহরণ কার্যক্রম	২১
	৯- জলজ প্রাণিচাষ উন্নয়ন	২৮
	১০- উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সমন্বয়	৩১
	১১- মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা ও ব্যবসা-বাণিজ্য	৩৩
	১২- মৎস্য গবেষণা	৩৭
পরিশিষ্ট - ১	এফএও সম্মেলনের আটাশতম অধিবেশনে গৃহীত রেজলুশন	৪০

Preparation of Bangla version of the Code

One of the output of the National Workshop on "Code of Conduct for Responsible Fisheries" was a set of recommendations for operationalising the Code in Bangladesh and one of the recommendation was to translate the Code and all the Technical Guidelines into Bengali to ensure widest dissemination. During the deliberations of the workshop it was also mentioned that the UNDP/FAO Project "Empowerment of Coastal Fishing Communities for Livelihood Security" might play a proactive and facilitating role as it is working directly with fishers and other stakeholders of coastal fisheries. At the project level also it was also realized that familiarization of the Code among the primary target group and the GO and NGO implementation partners would support the project in achieving its third objective and for that it was necessary that the Code is translated into Bangla. Accordingly Mr. S.N. Choudhury, Ex-Principal Scientific Officer of the Department of Fisheries, Bangladesh was assigned to translate the code in Bangla. The cost of translation and printing was met by UNDP through project (BGD/97/107) budget line.

আচরণ-বিধির বঙ্গানুবাদ

"দায়িত্বশীল মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার আচরণ-বিধির" উপর অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালার অন্যতম অর্জন ছিল বাংলাদেশে এই আচরণ-বিধির প্রয়োগ সংক্রান্ত এক প্রস্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন। সুপারিশমালার মধ্যে অন্যতম সুপারিশ ছিল এই আচরণ-বিধি এবং কারিগরি নির্দেশাবলীর বঙ্গানুবাদ করে এর ব্যাপক প্রচারণা নিশ্চিত করা। কর্মশালায় উপস্থাপন কালে উল্লেখ করা হয় যে, ইউএনডিপি/এফএও এর "এমপাওয়ারমেন্ট অব কোস্টাল ফিশিং কমিউনিটিজ ফর লাইভলিহুড সিকিউরিটি" প্রকল্প যেহেতু প্রত্যক্ষ ভাবে উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সাথে কর্মরত সেহেতু এ প্রকল্পটি উক্ত কার্যক্রমে অনুকূল ভূমিকা রাখতে পারবে। প্রকল্প পর্যায়ে অনুভূত হয়েছে যে, প্রাথমিক লক্ষ্যগোষ্ঠী এবং সরকারী ও বেসরকারী বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের মধ্যে এই আচরণ-বিধি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হলে তা প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে, আর এ উদ্দেশ্যেই এই আচরণ-বিধির বঙ্গানুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। তদনুসারে মিঃ এস এন চৌধুরী, প্রাক্তন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কে আচরণ-বিধির বঙ্গানুবাদ করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মূল পুস্তিকাটির পরিশিষ্ট-১ এ আচরণ-বিধির পটভূমির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, এর কিছু অংশ মূল পুস্তিকাটির মুখবন্ধ ও ভূমিকাতেও উল্লেখ করা হয়েছে, এজন্য মূল পুস্তিকাটির পরিশিষ্ট-১ এই বাংলা পুস্তিকাটিতে সন্নিবেশ করা হয়নি। মূল পুস্তিকাটির পরিশিষ্ট-২ এই বাংলা পুস্তিকাতে পরিশিষ্ট-১ রূপে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কোডের অনুবাদ ও মুদ্রণ ব্যয় বিজিডি/৯৭/০১৭ প্রকল্পের মাধ্যমে ইউএনডিপি বহন করেছে।

মুখবন্ধ

প্রাচীনকাল থেকেই মৎস্য সম্পদ মানুষের খাদ্যের অন্যতম প্রধান উৎস এবং যারা এ সম্পদ আহরণে নিয়োজিত তাদের কর্মসংস্থান ও আর্থিক আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচিত। জলজ সম্পদের ঐশ্বর্যকে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে ধারণা করা হতো। তবে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর মৎস্য সম্পদ বিষয়ক জ্ঞানের প্রসার ও গতিশীল উন্নয়নের কারণে এই প্রাচীন বিশ্বাস ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসে। জলজ সম্পদ যদিও নবায়নযোগ্য তথাপি এটা অফুরন্ত নয়। যদি এর অবদান ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি, অর্থনৈতিক লাভ এবং সামাজিক কল্যাণের জন্য অব্যাহত রাখতে হয় তবে এর যথাযথ ভাবে ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ব্যাপক ভাবে প্রবর্তিত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (EEZ) নির্ধারণ এবং বহু বিচার-বিবেচনার পর গৃহীত জাতিসংঘের সমুদ্র আইন (Law of the Seas) সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অপেক্ষাকৃত ভাল আইনগত কাঠামোর সংস্থান করে। মহাসাগরে এই নতুন আইনগত শাসন ব্যবস্থা উপকূলীয় রাষ্ট্র সমূহকে ইইজেড্ এর অভ্যন্তরে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করেছে, যেখানে বিশ্বের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ অন্তর্ভূক্ত। জাতীয় জলসীমার এ ধরনের সম্প্রসারণ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু পক্ষান্তরে মৎস্য সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও টেকসই উন্নয়ন কৌশল অপ্রতুল। বহু উপকূলীয় রাষ্ট্রকে ইইজেড্ এর অভ্যন্তরের মৎস্য সম্পদের সুফল লাভের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ও ভৌত সুবিধাদির অভাবে সাংঘাতিক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের মৎস্য কার্যক্রম বাজার-চালিত এবং খাদ্য শিল্পের গতিশীল উন্নয়নের সেক্টর। আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে উপকূলীয় রাষ্ট্র সমূহ আধুনিক মৎস্য-জাহাজ বহরে এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় বিনিয়োগের নুতন সুযোগের সদ্ব্যবহারে সচেষ্ট হচ্ছে। আশির দশকের শেষ ভাগে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, এ ধরনের অনিয়ন্ত্রিত দ্রুত উন্নয়ন এবং আহরণের ফলে মৎস্য সম্পদ স্থিতিশীল থাকবে না, তাই মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও পরিবেশগত বিষয় বিবেচনা করে এ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নুতন প্রস্তাবনার আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। এই অবস্থা আরও গুরুতর অনুভূত হয় যখন দেখা যায় গভীর সমুদ্রে ইইজেড্ এর ভিতরে কিংবা বাহিরে 'নির্দিষ্ট এলাকায় বিচরণকারী' (straddling) ও 'উচ্চ অভিপ্রয়াণকারী' (highly migratory) মৎস্য প্রজাতির অনিয়ন্ত্রিত আহরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এফএও এর 'মৎস্য বিষয়ক কমিটি' (The Committee on Fisheries) (COFI) ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে তার ঊনিশতম অধিবেশনে দায়িত্বশীল ও স্থিতিশীল মৎস্য আহরণের নুতন ধারণা উদ্ভাবনের জন্য আহ্বান জানায়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে মেক্সিকো এর ক্যানকুনে (Cancun, Maxico) অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আচরণ-বিধি

প্রণয়নে এফএও কে পুনরায় অনুরোধ জানানো হয়। এ সম্মেলনের ফলাফল বিশেষতঃ 'ক্যানকুন' ঘোষণা যা ১৯৯২ সালে 'পরিবেশ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলন' (UNCED) বিশেষ করে এর এজেন্ডা-২১ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

পরবর্তীতে নির্দিষ্ট এলাকায় বিচরণকারী মৎস্য মজুদ (straddling fish stocks) এবং উচ্চ অভিপ্রয়াণকারী মৎস্য মজুদের (highly migratory fish stocks) উপর জাতিসংঘ সম্মেলন আহ্বান করা হয়, এতে এফএও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে। ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে এফএও সম্মেলনে (Conference) "গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জাহাজ কর্তৃক আন্তর্জাতিক মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ সমূহের প্রতি আনুগত্য বিষয়ক চুক্তিনামা" (the Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas) গৃহীত হয়।

এ সব বিষয় এবং বিশ্বে মৎস্য বিষয়ক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন লক্ষ্য করে এফএও এর গভার্নিং বডিজ বিশ্বব্যাপী মৎস্য সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার আচরণ-বিধি প্রণয়নের বিষয়টি অনুমোদন করে। এ আচরণ-বিধি এ সব দলিলাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং 'বাধ্যতামূলক-নয়' প্রকৃতির হতে হবে এবং সকল প্রকার মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নীতি ও মানদন্ড প্রবর্তন করবে।

এই আচরণ-বিধি ১৯৯৫ সালের ৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এফএও সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। এ আচরণ-বিধি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে জীবন্ত জলজ সম্পদের স্থিতিশীল আহরণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামোর সংস্থান করেছে।

এফএও তার ম্যানডেট অনুসারে সদস্য রাষ্ট্র সমূহকে বিশেষতঃ উন্নয়নশীল দেশ সমূহকে দায়িত্বশীল মৎস্য সম্পদ বিষয়ক আচরণ-বিধির কার্যকর বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানে বদ্ধপরিকর, তাছাড়া এ বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতি ও অধিকতর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে জাতিসংঘের সদস্যদেরকে অবহিত করবে।

ভূমিকা

মৎস্যচাষ সহ মৎস্য সম্পদ পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জনগণের জন্য খাদ্য, কর্মসংস্থান, বিনোদন, ব্যবসায় এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার অন্যতম প্রধান উৎস। সুতরাং এই সম্পদ দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। এই আচরণ-বিধি জীবন্ত জলজ সম্পদ যা প্রতিবেশ (ecosytem) এবং জীববৈচিত্রের সাথে সম্পৃক্ত তার ফলপ্রসূ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কতিপয় নীতি নির্ধারণ করেছে। এ নীতিমালা আন্তর্জাতিক মান-সম্পন্ন দায়িত্বশীল আচরণ-বিধি হিসেবে গণ্য। এই আচরণ-বিধি মৎস্য সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর পুষ্টিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে। এই আচরণ-বিধি জলজ সম্পদের জীব-বৈশিষ্টের ও তার পরিবেশের বিষয়গুলো এবং ভোক্তা ও অন্যান্য ব্যবহারকারীর স্বার্থ বিবেচনায় রেখে প্রণীত হয়েছে। এই আচরণ-বিধি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ ও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং মৎস্য সম্পদের সাথে সম্পৃক্তদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ ১ - আচরণ-বিধির বৈশিষ্ট ও ব্যাপ্তি

১.১ এই আচরণ-বিধি পালন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত । তথাপি এর কতিপয় অংশ ১০ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালের জাতিসংঘ সামুদ্রিক আইন কনভেনশন (Convetion on the Law of the Sea) এ অভিব্যক্ত ধারা এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক নীতির উপর ভিত্তি করে প্রণীত। এই আচরণ-বিধিতে আরও কতিপয় ধারার সংস্থান আছে যা ইতোমধ্যেই অন্যান্য আনুষ্ঠানিক দলিল অনুযায়ী বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যথা গভীর সমুদ্রে মৎস্য-জাহাজ কর্তৃক আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ মেনে চলা প্রবর্তনে ঐকমত্য, ১৯৯৩ (The Agreement to Promote Compliance with International Convention and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, 1993), যা FAO এর ১৫/৯৩ নং সিদ্ধান্তের অনুচ্ছেদ ৩ অনুসারে এই আচরণ-বিধির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১.২ এই আচরণ-বিধির ব্যাপ্তি বিশ্বব্যাপী। এফএও এর সদস্য বা অসদস্য দেশ, মৎস্য সম্পদ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক সরকারি বা বেসরকারি সংগঠন, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবিশেষ যথা মৎস্যজীবী, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং মৎস্য সম্পদ সম্পর্কীয় জলজ পরিবেশের অন্যান্য ব্যবহারকারীগণের জন্য এই আচরণ- বিধি নির্দেশিকা স্বরূপ।

১.৩ এই আচরণ-বিধি সকল মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের উদ্দেশ্যে মানসম্মত প্রয়োগবিধি ও নীতির সংস্থান করে থাকে। এছাড়াও মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের ব্যবসায়, আহরণ কার্যক্রম, মৎস্যচাষ, মৎস্য গবেষণা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা এ বিধির আওতাভূক্ত।

১.৪ এই আচরণ-বিধিতে রাষ্ট্র বলতে আইনগত যোগ্যতা বলে ইউরোপীয় কমিউনিটি অন্তর্ভূক্ত এবং ফিশারীজ শব্দটি উন্মুক্ত আহরণ সর্বস্ব মৎস্যভান্ডার (capture fisheries) এবং মৎস্য বা জলজ প্রাণিচাষের (aquaculture) ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

অনুচ্ছেদ ২ - আচরণ-বিধির উদ্দেশ্যাবলী

আচরণ-বিধির উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ,

ক) দায়িত্বশীল ভাবে মৎস্য আহরণ ও মৎস্য বিষয়ক কর্মকান্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট জীববিজ্ঞান-সংক্রান্ত, কারিগরি, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত এবং বাণিজ্যিক বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বিধি ও আইনানুসারে নীতিমালা প্রণয়ন করা ;

খ) মৎস্য সম্পদ দায়িত্বশীল ভাবে সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে জাতীয় নীতির বিস্তৃতি ও বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা ও মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করা ;

গ) দায়িত্বশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতির প্রয়োগ এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ পদ্ধতি প্রণয়ন এবং বাস্ত বায়ন করার জন্য আইনগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন করা কিংবা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকে আইন সম্পর্কিত দলিলাদির সূত্র হিসেবে সাহায্য করা ;

ঘ) আন্তর্জাতিক চুক্তিনামা এবং অন্যান্য আইনসম্মত বিধিমালা যা বাধ্যতামূলক অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত তা প্রণয়ন করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নিদের্শনা প্রদান করা;

ঙ) মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নে কারিগরি, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা ;

চ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদার অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্যমানে মৎস্য সেক্টরের অবদান উন্নতকরণ ;

ছ) জীবন্ত জলজ সম্পদ, তাদের পরিবেশ ও উপকূলীয় অঞ্চল সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নতকরণ ;

জ) সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণ পূর্বক যে সমস্ত কার্যক্রম মৎস্য ব্যবসায় পরোক্ষ বাধার সৃষ্টি করে তা পরিহার করে মৎস্য ও মৎস্যজাতপণ্যের ব্যবসায় উন্নতকরণ ;

ঝ) মৎস্য গবেষণা ছাড়াও প্রতিবেশ সহযোগী এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশ সংক্রান্ত উপাদানের উপর গবেষণা কার্যক্রম উন্নতকরণ ;

ঞ) মৎস্য সেক্টরে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের আচরণের মানদন্ডের সংস্থান করা ;

অনুচ্ছেদ ৩ - অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক দলিলাদির সাথে সম্পর্ক

৩.১ এই আচরণ-বিধি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন কানুন যা জাতিসংঘের ১৯৮২ সালের 'সামুদ্রিক আইন কনভেনশনে' (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982) প্রতিফলিত হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ করা হবে। এই আচরণ- বিধি কোন ক্রমেই কোন রাষ্ট্রের অধিকার, সীমা বা ব্যাপ্তি এবং দায়িত্ব ক্ষুন্ন করে না।

৩.২ **আচরণ-বিধিও ব্যাখ্যা পূর্বক প্রয়োগ হবে ঃ**

ক) এমন পদ্ধতিতে যার নির্দিষ্ট এলাকায় বিচরণকারী মৎস্য মজুদ (straddling fish stock) এবং উচ্চ অভিপ্রয়াণকারী মৎস্য মজুদ (highly migratory fish stock) এর সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতিসংঘের ১০ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনের বাস্তবায়ন চুক্তিনামার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্থান আছে;

খ) কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে যে দেশ তার অংশীদার সে ক্ষেত্রে ঐ চুক্তির আইনগত বাধ্যবাধকতা সহ প্রয়োগযোগ্য অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনের অনুসরণে এই আচরণ-বিধি বাস্তবায়নযোগ্য; এবং

গ) এই আচরণ-বিধি ১৯৯২ সালের 'ক্যানকুন' ঘোষণা (declaration), ১৯৯২ সালের পরিবেশ এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত রিও (Rio) ঘোষণা (The 1992 Rio Declaration on Environment and Development) এবং Agenda 21 যা জাতিসংঘের পরিবেশ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলনে (UNCED) গৃহিত বিশেষতঃ Agenda 21 এর ১৭ অধ্যায়ে বর্ণিত এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ঘোষণা পত্র ও আন্তর্জাতিক আইনগত দলিলাদির আলোকে প্রণীত।

অনুচ্ছেদ ৪ - বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও হালনাগাদকরণ

৪.১ এই আচরণ-বিধির নীতিসমূহ ও উদ্দেশ্যাবলী পরিপূরণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নে এফএও এর সকল সদস্য ও অসদস্য দেশ, মৎস্য আহরণকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি অথবা বেসরকারি, আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী সংগঠনসমূহ, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের ব্যবসায় সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করবে।

৪.২ জাতিসংঘের কাঠামোর মধ্যে এফএও তার ভূমিকা অনুযায়ী এই আচরণ-বিধির প্রয়োগ, বাস্ত বায়ন এবং মৎস্য সম্পদের উপর এর প্রভাব পরিবীক্ষণ করবে। এফএও সচিবালয় তদনুযায়ী ফিশারীজ কমিটির (Committee on Fisheries-COFI) নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে।

এফএও এর সকল সদস্য বা অসদস্য রাষ্ট্র এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি বা বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংগঠন সমূহের উচিত এফএও কে এই কাজে কার্যকর ভাবে সহযোগিতা করা ।

৪.৩ এফএও তার উপযুক্ত পরিষদের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের বিষয় বিবেচনায় রেখে এই আচরণ-বিধি সংশোধন করতে পারে। তাছাড়া এই আচরণ-বিধি বাস্তবায়ন সম্পর্কে COFI এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে।

৪.৪ রাষ্ট্র এবং সরকারি বা বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সংগঠনগুলোর উচিত মৎস্য সম্পদের সাথে সম্পৃক্তদের মধ্যে এই আচরণ-বিধি সম্পর্কে ধারণার উন্নয়ন করা। ক্ষেত্র বিশেষে প্রকল্পের মাধ্যমে এই আচরণ-বিধির স্বতঃপ্রবৃত্ত গ্রহণযোগ্যতার উন্নয়ন এবং কার্যকরী প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৫ - উন্নয়নশীল দেশ সমূহের বিশেষ চাহিদা

৫.১ এই আচরণ-বিধির সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নে উন্নয়নশীল দেশসমূহের সক্ষমতা বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত।

৫.২ এই আচরণ-বিধির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এবং কার্যকর বাস্তবায়নে বিশেষ অবস্থায় উন্নয়নশীল তথা স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ-দেশ সমূহকে অন্যান্য দেশ, সরকারি অথবা বেসরকারি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উচিত সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণ সম্মতি প্রদান করা। রাষ্ট্র, সংশ্লিষ্ট আন্তঃসরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উচিত উন্নয়নশীল দেশ সমূহের এই আচরণ-বিধি গ্রহণের পদক্ষেপ সমূহের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণে, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক এবং কারিগরি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তরে, প্রশিক্ষণে এবং বৈজ্ঞানিক সহযোগিতায় এবং তাদের নিজস্ব মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধিতে এবং গভীর সমুদ্রের মৎস্য সম্পদে প্রবেশাধিকার অর্জনে সহযোগিতা প্রদান করা।

অনুচ্ছেদে ৬ - সাধারণ বিধি-বিধান

৬.১ রাষ্ট্র এবং জলজ সম্পদ ব্যবহারকারীদের উচিত জলজ প্রতিবেশ (ecosystem) সংরক্ষণ করা। মাছ আহরণের সময় দায়িত্বশীল আচরণ-বিধি অনুসরণ করা প্রয়োজন যাতে জীবন্ত জলজ সম্পদের কার্যকর সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়।

৬.২ মৎস্য ব্যবস্থাপনা এমন হওয়া উচিত যাতে সম্পদের গুণগত মান ও বৈচিত্র রক্ষা, বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মৎস্য সম্পদের প্রাপ্তি, খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র দূরীকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয়। ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কেবলমাত্র নির্ধারিত প্রজাতি সমূহের সংরক্ষণই নিশ্চিত করবে না, এ পদ্ধতি একই প্রতিবেশে বসবাসরত অথবা নির্ধারিত প্রজাতি সমূহের উপর নির্ভরশীল অথবা পরস্পর সম্পর্কিত এমন প্রজাতি সমূহেরও সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে ।

৬.৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য সম্পদের অতি-আহরণ এবং মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য আহরণের ক্ষমতা প্রতিহত করা এবং স্থিতিশীল ব্যবহারের নিমিত্তে মৎস্য সম্পদের উৎপাদশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মৎস্য আহরণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর করা।

৬.৪ প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি, আবাসস্থল এবং সম্পদ সম্পর্কে ঐতিহ্যগত সনাতনী ধারণা এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামাজিক বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে

মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য সম্পদ এবং প্রতিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের উন্নয়নের জন্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং গবেষণার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা। অনেক জলজ প্রতিবেশ আছে যা আন্তঃসীমানা নিয়ে বিস্তৃত। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের উচিত দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) সহযোগিতার মাধ্যমে গবেষণা কাজ পরিচালনা করা।

৬.৫ রাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থা / প্রতিষ্ঠান সমূহের উচিত প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে জলজ পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলজ সম্পদ রক্ষায় সাবধানতার সাথে ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা। কোনক্রমেই পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অভাবকে কারণ হিসেবে গণ্য করে নির্ধারিত প্রজাতি সমূহ, তাদের উপর নির্ভরশীল বা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রজাতি, অনির্ধারিত প্রজাতি এবং তাদের পরিবেশ সংক্রান্ত সংরক্ষণ কার্যক্রম স্থগিত রাখা বা বাতিল করা যাবে না ।

৬.৬ জীববৈচিত্র, মৎস্য-জনসমষ্টির (fish population) কাঠামো ও জলজ প্রতিবেশ রক্ষা এবং মাছের গুণগত মান রক্ষণাবেক্ষণে নির্ধারিত এবং পরিবেশগত ভাবে নিরাপদ জাল ও মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদি এবং আহরণ পদ্ধতি বাস্তবভিত্তিক ভাবে উন্নয়ন করা প্রয়োজন । যেখানে নির্ধারিত এবং পরিবেশগত ভাবে নিরাপদ জাল ও মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদি এবং আহরণ পদ্ধতি বিদ্যমান সেখানে এগুলোর আইনানুগ স্বীকৃতি এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রচলনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাষ্ট্রসমূহ এবং মৎস্য প্রতিবেশ ব্যবহারকারীর উচিত আহরিত অনির্ধারিত মৎস্য ও অমৎস্য প্রজাতির অপচয় হ্রাস করা। তাছাড়াও নির্ধারিত মৎস্য প্রজাতির সহযোগী ও নির্ভরশীল অন্যান্য প্রজাতির উপর অপচয়ের প্রভাব হ্রাস করা উচিত।

৬.৭ মৎস্য আহরণ, রক্ষাণবেক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মৎস্য ও মৎসজাত পণ্যের বিতরণ এমন পদ্ধতিতে হওয়া উচিত যাতে এসবের পুষ্টিগত মান, খাদ্য নিরাপত্তা ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত থাকে এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব না পড়ে ও অপচয় হ্রাস পায়।

৬.৮ সকল বিপন্ন সামুদ্রিক এবং স্বাদুপানির মৎস্য আবাসস্থলের প্রতিবেশ যথা : জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ, রিফ, লেগুন, প্রজনন ও লালন ক্ষেত্র সমূহ যেখানে প্রয়োজন এবং সম্ভব তার রক্ষা ও পুনর্বাসন করা উচিত। মানুষের কার্যকলাপের ফলে কোন মৎস্য সম্পদের অস্তিত্ব ও স্বাস্থ্যগত দিক হুমকীর সম্মুখীন হলে সে সব মৎস্য সম্পদের ধ্বংস, অবক্ষয় ও দূষণ প্রতিরোধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

৬.৯ উপকূলীয় অঞ্চলের বহুমুখী ব্যবহার এবং সমন্বিত উপকূল ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিবেচনায় রেখে সম্পদ সংরক্ষণ করা সহ মৎস্য সম্পদের স্বার্থ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের উচিত ।

৬.১০ উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংস্থা ও সমঝোতা সহ রাষ্ট্রসমূহের উচিত আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণ করে নির্ধারিত যোগ্যতার মধ্য থেকে মৎস্য আহরণে বা আহরণ কাজে সহযোগিতায় নিয়োজিত জাহাজের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ সমূহ প্রয়োগের প্রতি আনুগত্যতা নিশ্চিত করা।

৬.১১ যে সব রাষ্ট্র মৎস্য আহরণের জাহাজ এবং সাহায্যকারী জাহাজ সমূহকে মৎস্য আহরণে অধিকার প্রদান করে থাকে সে সব রাষ্ট্রের উচিত ঐসব জাহাজের জন্য আচরণ- বিধি প্রয়োগের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষণ করা, যাতে এই সব জাহাজ আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতীয়, উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক বা বিশ্ব পর্যায়ের আইন অনুসারে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা সম্পর্কে অবমূল্যায়ন না করে। রাষ্ট্র সমূহের উচিত পতাকাধারী জাহাজ সমূহের দ্বারা সংঘটিত মৎস্য আহরণ কার্যক্রমের উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা।

৬.১২ মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম উৎসাহিত করতে জাতীয় জলসীমার অভ্যন্তরে বা বাহিরে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রসমূহের উচিত তাদের আইনগত যোগ্যতার মধ্যে থেকে আন্তর্জাতিক আইন, উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও বিশ্ব পর্যায়ের সহযোগিতা অনুসারে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থা, অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিনামা অথবা সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে কার্যকর সংরক্ষণ, দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ এবং জীবন্ত অন্যান্য জলজ সম্পদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা ।

৬.১৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত জরুরী বিষয়ে সময় মত সমাধানের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া জাতীয় আইন ও বিধি-নিষেধের আওতায় থেকে নিশ্চিত করা। রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক ঋণ ও সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে আইন ও নীতি প্রণয়নের সময় মৎস্য আহরণ শিল্প, মৎস্যজীবী, পরিবেশ সংক্রান্ত এবং অন্যান্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহণ ও স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা উপযুক্ত কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে নিশ্চিত করা।

৬.১৪ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) চুক্তি নামায় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিনামায় বিবৃত অধিকার, নীতি ও বাধ্যবাধকতা অনুসারে পরিচালিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রসমূহের উচিত তাদের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের ব্যবসায় সংক্রান্ত কোন নীতি, কর্মসূচি এবং কার্যক্রম যাতে ঐ ব্যবসায়, পরিবেশ অবক্ষয়ে অথবা সমাজ ও জাতীয় পুষ্টির উপরে বিরূপ প্রভাব না ফেলে তা নিশ্চিত করা।

৬.১৫ রাষ্ট্রসমূহের উচিত বাণিজ্যিক আপত্তি নিষ্পত্তিতে সহযোগিতা করা। মৎস্য আহরণ পদ্ধতি ও কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল আপত্তি যথাক্রমে শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে উপযুক্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিনামা অথবা উভয়পক্ষের মধ্যে অন্যভাবে বিদ্যমান চুক্তি মোতাবেক নিষ্পত্তি করা উচিত। অমীমাংসিত আপত্তির নিষ্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের উচিত বাস্তবসম্মত সাময়িক সমাধানের সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যা আপত্তি সমাধানের পদ্ধতির সম্ভাব্য চূড়ান্ত ফলাফলকে প্রভাবিত করবে না।

৬.১৬ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে ঐ সম্পদের উপর নির্ভরশীল মৎসজীবী ও মৎস্য চাষীদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ সম্পর্কে সচেতন করা। রাষ্ট্রের উচিত আচরণ-বিধি বাস্তবায়ন সহজতর করার ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষীদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

৬.১৭. রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য আহরণের সুযোগ সুবিধা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কার্যক্রম যাতে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত হয় এবং কাজের ও বসাবাসের অবস্থা সুন্দর হয় এবং এগুলো সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত এবং আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানসম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করা।

৬.১৮ কর্মসংস্থানে, জীবিকা অর্জনে ও খাদ্য নিরাপত্তায় শিল্পায়ত (artisanal) ও ক্ষুদ্রায়ত (small-scale) মৎস্য শিল্পের অবদান গুরুত্বপূর্ণ ভাবে স্বীকৃত । রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্যজীবী ও মৎস্য সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত কর্মীদের বিশেষতঃ যারা শিল্পায়ত, ক্ষুদ্রায়ত ও উপজীবিকা হিসেবে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত তাদের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা । এ ছাড়াও তাদের নিরাপদ ও সুষ্ঠু জীবনযাত্রা এবং সনাতনী মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রে এবং জাতীয় জলসীমার মধ্যে অবস্থিত মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র ও মৎস্য সম্পদে পেশাগত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

৬.১৯ রাষ্ট্রসমূহের উচিত খাদ্য ও অর্থোপার্জন কার্যক্রম বহুমুখীকরণ উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে মৎস্য চাষ ও চাষভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনাকে উপায় হিসেবে বিবেচনা করা। এজন্য রাষ্ট্রসমূহের উচিত দায়িত্বশীল ভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা, তাছাড়া পরিবেশ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর যাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করা।

অনুচ্ছেদ ৭ - মৎস্য ব্যবস্থাপনা

৭.১ সাধারণ

৭.১.১ রাষ্ট্রসমূহ এবং মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকলের উচিত লাগসই নীতি, আইন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও স্থিতিশীল ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। স্থানীয়, জাতীয়, উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক যে পর্যায়েই হোক সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে এমন ভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট সম্পদের প্রাপ্যতা এবং অনুকূল ব্যবহারের জন্য মৎস্য সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসই নিশ্চিত করা যায়। স্বল্পমেয়াদী বিবেচনার ক্ষেত্রে এসব উদ্দেশ্য ছাড় দেয়া উচিত নয়।

৭.১.২ জাতীয় আওতাভূক্ত এলাকার মধ্যে রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ও ব্যবহারে আইনগত ভাবে সংশ্লিষ্ট স্বদেশী আগ্রহী সহযোগীদের খোঁজ করা এবং দায়িত্বশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা লাভের জন্য সমঝোতা স্থাপন করা।

৭.১.৩ আন্তঃসীমানায় অবস্থিত মৎস্য মজুদ, নির্দিষ্ট এলাকায় বিচরণকারী মৎস্য মজুদ, অতিমাত্রায় অভিপ্রয়াণকারী মৎস্য মজুদ এবং গভীর সমুদ্রের মৎস্য মজুদ যা দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র কর্তৃক আহরিত হয়ে থাকে, বিশেষতঃ নির্দিষ্ট এলাকায় বিচরণকারী (straddling) ও অতিমাত্রায় অভিপ্রয়াণকারী মৎস্য মজুদের ক্ষেত্রে উপকূলীয় দেশসমূহ সহ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের উচিত ঐ সম্পদের কার্যকর সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা করা। এই লক্ষ্যসমূহ দ্বিপাক্ষিক, উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক মৎস্য সংস্থা বা সমঝোতার (arrangement) (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) মাধ্যমে অর্জন করা উচিত।

৭.১.৪ উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থা বা সমঝোতা (arrangement) সমূহের উচিত যে সব রাষ্ট্রের সীমানায় মৎস্য সম্পদ অবস্থিত সে সব রাষ্ট্রের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা, এছাড়াও যে সব রাষ্ট্রের নিজস্ব মৎস্য সম্পদ বা তাদের জাতীয় আওতার বাইরের সম্পদের প্রতি আগ্রহ আছে সেসব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিও অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। যেখানে উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা বা সমঝোতা বিদ্যমান এবং সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় তারা দক্ষ সে ক্ষেত্রে ঐ সব আগ্রহী রাষ্ট্রসমূহের উচিত ঐ সব সংস্থা ও সমঝোতার সদস্য বা অংশ গ্রহণকারী হয়ে বা কাজে অংশগ্রহণ করে সহযোগিতা করা।

৭.১.৫ যে রাষ্ট্র কোন উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থা বা সমঝোতার সদস্য বা অংশগ্রহণকারী নয় তথাপি তার উচিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আইনানুসারে সংশ্লিষ্ট মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় ঐ সব সংস্থা বা সমঝোতা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়নে কার্যকরী ভাবে সহযোগিতা করা।

৭.১.৬ সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও সমঝোতার নিয়ম অনুসারে মৎস্য সংক্রান্ত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপ-আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা ও সমঝোতার সভায় পর্যবেক্ষক বা অন্যবিধ হিসেবে উপস্থিত থাকার সুযোগ দেয়া উচিত। পদ্ধতিগত নিয়ম-নীতি সাপেক্ষে ঐসব প্রতিনিধিদেরকে সভার দলিলাদি ও প্রতিবেদন সমূহ সময়মত দেখার বা পাওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত।

৭.১.৭ রাষ্ট্রসমূহের উচিত তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার মধ্য থেকে দেশের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সংস্থা ও সমঝোতায় গৃহীত ব্যবস্থা সমূহের প্রতি আনুগত্যের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কার্যকরী ভাবে মৎস্য সম্পদ পরিবীক্ষণ, পাহারা, নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

৭.১.৮ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ সমূহের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার পদ্ধতি হিসেবে অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ বা বাতিল করা এবং স্থিতিশীল ভাবে মৎস্য সম্পদের ব্যবহারের সাথে মৎস্য আহরণ ক্ষমতার সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা।

৭.১.৯ মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রসমূহের এবং উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা উচিত।

৭.১.১০ রাষ্ট্রসমূহ এবং উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা ও সমঝোতা সমূহের উচিত মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানো। এছাড়াও এসব প্রতিষ্ঠানসমূহের উচিত আইন, বিধিমালা এবং অন্যান্য আইনানুগ নীতিসমূহ যা ঐ সব পদক্ষেপের বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ করছে তার কার্যকর বিতরণ নিশ্চিত করা। গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের প্রয়োগ সহজতর করা এবং এগুলোর বাস্তবায়নে সমর্থন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যবহারকারীদের নিকট পদক্ষেপ সমূহের ভিত্তি ও উদ্দেশ্য সমূহ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

৭.২ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যাবলী

৭.২.১ মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সর্বগ্রাহ্য উদ্দেশ্য এবং মৎস্য সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল ব্যবহারের স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসমূহ এবং উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা এবং সমঝোতা সমূহের উচিত প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ সব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়নশীল দেশের বিশেষ চাহিদা এবং পরিবেশ ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি অনুযায়ী মৎস্য সম্পদের মজুদ রক্ষণাবেক্ষণ বা সর্ব্বোচ্চ সহনশীল মাত্রায় আহরণ নিশ্চিত করার জন্য প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৭.২.২ উক্ত পদক্ষেপ সমূহে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির সংস্থান থাকা প্রয়োজন-

ক) অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ ক্ষমতা পরিহার এবং মৎস্য মজুদের আহরণ অর্থনৈতিক ভাবে টেকসই রাখা ;

খ) যে অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে মৎস্য শিল্প পরিচালিত সে ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনা উৎসাহিত করা ;

গ) উপজীবিকায় নিয়োজিত মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্রায়ত ও বৃহৎ মৎস্য শিল্পে নিয়োজিত সকল মৎস্যজীবীর স্বার্থ বিবেচনায় আনা ;

ঘ) প্রতিবেশ ও জলজ-সম্পদের জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং বিপন্ন প্রজাতির নিরাপত্তা রক্ষা ;

ঙ) ক্ষয়িষ্ণু মৎস্য ভান্ডারের পুনরুদ্ধার অথবা যেখানে প্রযোজ্য সেখানে সম্পদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা;

চ) মৎস্য সম্পদের উপর মানুষের কার্যকলাপ কর্তৃক পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব নিরূপণ করা এবং যেখানে প্রযোজ্য তার সংশোধন করা; এবং

ছ) যথাসম্ভব বাস্তবসম্মত ভাবে ব্যয় উপযোগী (cost-effective), পরিবেশগত ভাবে নিরাপদ এবং বিশেষ ভাবে নির্বাচিত ও উন্নয়নকৃত জাল এবং বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে দূষণ, অপচয়, বাতিল করা ও নষ্ট হওয়া মাছ অথবা বাতিলকৃত জাল ও সরঞ্জামাদি, অনির্ধারিত প্রজাতির আহরিত মাছ বা অন্যবিধ প্রজাতি এবং নির্ভরশীল অথবা সহযোগী প্রজাতি সমূহের উপর প্রভাব নূন্যতম মাত্রায় কমিয়ে আনা।

৭.২.৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত লক্ষ্য-মৎস্যভান্ডার এবং একই প্রতিবেশে অবস্থিত প্রজাতি অথবা লক্ষ্য-ভান্ডারের উপর নির্ভরশীল অথবা সংশ্লিষ্ট প্রজাতির উপর পরিবেশের উপাদানগুলোর প্রভাব নিরূপণ করা এবং ঐ প্রতিবেশে বিদ্যমান প্রজাতি সমূহের পারস্পারিক সম্পর্ক নিরূপণ করা।

৭.৩ ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং কার্যপ্রণালী

৭.৩.১ কার্যকর মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট একক মৎস্য ভান্ডারের সম্পূর্ণ বিস্তৃত এলাকা এবং ঐ অঞ্চলে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ও সম্মত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগ এবং মজুদের জৈবিক সাম্যতা, জৈবিক বৈশিষ্ট্য এবং বিভাজন বিবেচনা করা প্রয়োজন। মৎস্য ভান্ডারের বিস্তৃত এলাকা এবং জীবনচক্রে তাদের চলাচলের এলাকা নির্ধারণে সর্বোৎকৃষ্ট প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি প্রয়োগ করা উচিত।

৭.৩.২ আন্তঃসীমানার মৎস্য ভান্ডার, নির্দিষ্ট এলাকায় বিচরণকারী মৎস্য ভান্ডার, উচ্চ অভিপ্রয়াণকারী মৎস্য ভান্ডার এবং গভীর সমুদ্রের মৎস্য ভান্ডারের পরিসীমার মধ্যে অবস্থিত সকল মৎস্য ভান্ডারের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের আইনগত যোগ্যতা অনুসারে উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা ও সমঝোতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের উচিত আইনগত যোগ্যতা, আগ্রহ এবং অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে দক্ষতা অর্জন করা ।

৭.৩.৩ দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যাবলী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা অন্যবিধ ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়নকালে স্পষ্ট ভাবে অনুবাদিত বা বর্ণিত হওয়া উচিত।

৭.৩.৪ রাষ্ট্রসমূহ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা এবং সমঝোতা সমূহের উচিত তথ্য সংগ্রহ এবং বিনিময়, মৎস্য গবেষণা, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম সহ মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমন্বয় রক্ষায় উৎসাহিত করা ।

৭.৩.৫ রাষ্ট্রসমূহকে যদি অ-মৎস্য বিষয়ক সংগঠন বা সংস্থার মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় এবং তা যদি উপ-আঞ্চলিক অথবা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা বা সমঝোতার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ সমূহের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে তবে সেক্ষেত্রে পরবর্তী সংস্থা সমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অর্জিত অভিমত বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

৭.৪ উপাত্ত সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা পরামর্শ

৭.৪.১ মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণের সময় প্রাপ্ত সর্বোৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি বিবেচনা করা উচিত যাতে মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা এবং সম্পদের উপর প্রস্তাবিত পদক্ষেপ সমূহের ভবিষ্যত প্রভাব মূল্যায়ন করা যায়।

৭.৪.২ মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য গবেষণা জোরদার করতে হবে, এছাড়াও সম্পদ, আবহাওয়ার প্রভাব, পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়ের উপর গবেষণা করা প্রয়োজন। এ গবেষণার ফলাফল আগ্রহী অংশীদারদের মধ্যে বিতরণ করা উচিত।

৭.৪.৩ সমীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে যাতে বিকল্প ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ফলাফল, উপকার, ব্যয়, বিশেষতঃ অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ ক্ষমতা এবং অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণ প্রচেষ্টা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৭.৪.৪ রাষ্ট্রসমূহের উচিত যাতে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করা যায় সে জন্য প্রয়োগযোগ্য আন্তর্জাতিক মানের পদ্ধতিতে এবং যথেষ্ট পুংখানুপুংখ ভাবে সময়মত মৎস্য আহরণের ও মৎস্য আহরণ ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ এবং নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। এ সমস্ত উপাত্ত উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে যাচাই এবং নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ (updated) করা উচিত। রাষ্ট্রসমূহের উচিত এ সমস্ত উপাত্ত এমন পদ্ধতিতে সংকলন এবং প্রচার বা বিতরণ করা, যা প্রয়োগযোগ্য গোপনীয়তার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

৭.৪.৫ স্থিতিশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলী অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং গবেষণার মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কীয় জ্ঞান, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান সমূহের উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

৭.৪.৬ রাষ্ট্রসমূহের উচিত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ছকপত্রে উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা বা সমঝোতার আওতায় অবস্থিত মৎস্য সম্পদ ও মজুদ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক উপাত্ত সময়মত ঐ সংস্থা ও সমঝোতার নিকট সরবরাহ করা। যেসব ক্ষেত্রে মৎস্য মজুদ একাধিক রাষ্ট্রের সীমানাব্যাপী অবস্থিত এবং এর জন্য কোন সংস্থা বা সমঝোতা নাই সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন এবং বিনিময়ের জন্য একটি পদ্ধতিতে সম্মত হওয়া।

৭.৪.৭ উপ-আঞ্চলিক অথবা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংগঠন অথবা সমঝোতা সমূহের উচিত সময়মত সম্মত ছকপত্রে উপাত্ত সমূহ সংকলিত করে সংস্থা সমূহের সকল সদস্যদের এবং আগ্রহী পক্ষ সমূহের নিকট সর্বসম্মত পদ্ধতিতে যে কোন প্রয়োগযোগ্য গোপনীয়তা অনুসরণ করে সহজ প্রাপ্য করা উচিত ।

৭.৫ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ

৭.৫.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত জলজ পরিবেশ সংরক্ষণ, জীবন্ত জলজ সম্পদ আহরণ, ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ সমূহ প্রয়োগ করা। পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাবকে সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা বা সাময়িক ভাবে স্থগিতের কারণ হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়।

৭.৫.২ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য ভান্ডারের উৎপাদনশীলতা ও আয়তন/ আকার সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, ভিত্তিরেখা (reference point), তদনুসারে মৎস্য ভান্ডারের অবস্থা, আহরণজনিত কারণে মাছের মৃত্যুহারের মাত্রা, বিস্তৃতি (distribution), মৎস্য-আহরণ কার্যক্রমের প্রভাব এবং বাতিলকৃত মাছ, অনাকাংখিত (non-target) ও পরস্পর সম্পর্কিত বা নির্ভরশীল প্রজাতি সমূহ এবং পরিবেশ ও আর্থ-সামজিক অবস্থা বিবেচনা করা।

৭.৫.৩ রাষ্ট্রসমূহ এবং উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা ও সমঝোতা সমূহের উচিত প্রাপ্ত সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়াদি নির্ধারণ করা ঃ

ক) নির্দিষ্ট মৎস্য ভান্ডার সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিরেখা নির্ধারণ এবং যদি তা অতিক্রম করে তবে পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

খ) নির্দিষ্ট মৎস্য ভান্ডার সম্পর্কিত সর্বোচ্চ সীমার ভিত্তিরেখা নির্ধারণ এবং সেই সংগে তা অতিক্রান্ত হলে পদক্ষেপ গ্রহণ; তবে যখন নির্ধারিত ভিত্তিরেখা অতিক্রান্ত হতে যাবে তখনই ব্যবস্থা নেয়া উচিত যাতে তা অতিক্রান্ত হতে না পারে।

৭.৫.৪ নতুন আহরণযোগ্য মৎস্য ক্ষেত্রের বেলায় রাষ্ট্রসমূহের উচিত সাবধানতার সাথে মৎস্য আহরণের পরিমাণ ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ সহ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ সব পদক্ষেপ ততদিন কার্যকর থাকবে যতদিন মজুদের দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতার উপর প্রভাব নিরূপণের যথেষ্ট উপাত্ত সংগ্রহ করা না হয়। এরপর এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ গৃহীত হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ সমূহ যদি উপযুক্ত হয় তবে তা মৎস্য সম্পদের ক্রম-উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকবে।

৭.৫.৫ যদি জীবন্ত জলজ-সম্পদের উপর প্রাকৃতিক কোন ঘটনার উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব থাকে, তবে রাষ্ট্রের উচিত মৎস্য আহরণ কার্যক্রম যাতে ঐ বিরূপ প্রভাব ত্বরান্বিত না করে সে ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ গ্রহণ করা। রাষ্ট্রসমূহের আরও উচিত যেখানে বিদ্যমান মৎস্য আহরণ কার্যক্রম সম্পদের স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি স্বরূপ সে ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে উপযুক্ত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জরুরী ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ সাময়িক হবে এবং তা প্রাপ্ত সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

৭.৬ ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ

৭.৬.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য ভান্ডারের পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মাত্রায় মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করা ।

৭.৬.২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত গভীর সমুদ্রে আন্তর্জাতিক আইনানুসারে অথবা জাতীয় জলসীমার মধ্যে জাতীয় আইনানুসারে অধিকার প্রাপ্ত নয় এমন যে কোন মৎস্য-নৌযান বা জাহাজকে মৎস্য শিকারের অনুমতি না দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

৭.৬.৩ যেখানে অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ ক্ষমতা বিদ্যমান, সেখানে টেকসই ভাবে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য যথোপযুক্ত ভাবে মৎস্য আহরণ ক্ষমতা কমানোর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে মৎস্যজীবীগণ আর্থিক ভাবে লাভজনক উপায়ে মৎস্য আহরণের মাধ্যমে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণে উৎসাহিত হয়। উক্ত পদ্ধতির মধ্যে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জাহাজ বহরের ক্ষমতা পরিবীক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৭.৬.৪ মৎস্য আহরণের জাল ও সরঞ্জামাদির কার্যকারিতা, আহরণ পদ্ধতি ও ব্যবহার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এ সব বিষয়গুলো যদি দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের সাথে সংগতিপূর্ণ না হয় তবে পর্যায়ক্রমে তা বন্ধ করার বা গ্রহণযোগ্য বিকল্প পদ্ধতির দ্বারা তা প্রতিস্থাপন করার পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উপর এবং তাদের সম্পদ আহরণের ক্ষমতার উপর ঐ পদক্ষেপ সমূহের সম্ভাব্য প্রভাবের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

৭.৬.৫ রাষ্ট্রসমূহ এবং ব্যবস্থাপনা সংস্থা ও সমঝোতা সমূহের এমনভাবে মৎস্য আহরণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত যাতে বিভিন্ন মৎস্যজীবীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মৎস্য আহরণের নৌযান, জাল ও সরঞ্জাম এবং পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে কোন সংঘাত সৃষ্টি না হয়।

৭.৬.৬ যখন মৎস্য সম্পদের ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তখন ক্ষেত্রানুসারে রাষ্ট্রীয় আইন ও নিয়মকানুন অনুযায়ী ঐতিহ্যগত সনাতনী পদ্ধতি, স্বদেশী মানুষ এবং স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায় যারা তাদের জীবনযাত্রার জন্য মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল তাদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের যথাযথ স্বীকৃতি দিতে হবে।

৭.৬.৭ বিকল্প সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যয়-উপযোগিতা (cost-effectiveness) ও সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৭.৬.৮ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ সমূহের ফলপ্রসূতা এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ক্রমাগত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। নতুন তথ্যাদির ভিত্তিতে ঐ সব পদক্ষেপ সমূহ যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য তার সংশোধন অথবা বাতিল করতে হবে।

৭.৬.৯ রাষ্ট্রসমূহের উচিত ধৃত মাছের অপচয়, মাছ বাতিলকরণ, মাছ হারানো, জাল হারানো বা পরিত্যক্ততা, অনাকাংখিত প্রজাতির মাছ আহরণ (মাছ ও অ-মাছ প্রজাতি উভয় প্রকার সহ) এবং সহযোগী বা নির্ভরশীল প্রজাতি বিশেষতঃ বিপন্ন প্রজাতির উপর বিরূপ প্রভাব কমানোর

জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ সব পদক্ষেপের মধ্যে মাছের আকার, জালের ফাঁসের আকার, মাছ বাতিলকরণ, মাছ আহরণের নিষিদ্ধ মৌসুম, নির্বাচিত মৎস্য ভান্ডারের জন্য সংরক্ষিত এলাকা ও অঞ্চল বিশেষতঃ শিল্পায়িত মৎস্য আহরণ সম্পর্কিত কারিগরি পদক্ষেপ সমূহ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এ সব পদক্ষেপ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কিশোর পোনা মাছ এবং প্রজননক্ষম (ব্রুড) মাছ রক্ষার জন্য প্রয়োগ করতে হবে। বাস্তবসম্মত ভাবে নৈর্বাচনিক (বাছাই করে মাছ আহরণের ক্ষমতা সম্পন্ন), পরিবেশগত ভাবে নিরাপদ ও ব্যয়-উপযোগী (cost-effective) জাল বা মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম ও আহরণ পদ্ধতির উন্নয়ন ও ব্যবহার করতে রাষ্ট্রসমূহ এবং আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা ও সমঝোতা সমূহের উচিত উৎসাহ প্রদান করা।

৭.৬.১০ রাষ্ট্রসমূহ এবং উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা এবং সমঝোতা সমূহের উচিত তাদের সংশ্লিষ্ট আইনগত কাঠামোর মধ্যে থেকে অবক্ষয়িত এবং শূণ্য হওয়ার হুমকির সম্মুখীন এমন মৎস্য ভান্ডারের স্থিতিশীল পুনরুদ্ধার সহজ করার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ প্রবর্তন করা। তাদের উচিত ক্ষতিকর ভাবে মৎস্য আহরণের ফলে বা অন্যবিধ মনুষ্য কার্যকলাপের কারণে মৎস্য সম্পদ ও আবাসস্থল যা ঐ সম্পদের মঙ্গলের জন্য সংকটাপন্ন (critical) হয়ে উঠেছে তার পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭.৭ বাস্তবায়ন

৭.৭.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর আইনগত ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা।

৭.৭.২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত আইন লংঘনের কারণে শাস্তির জন্য প্রয়োগযোগ্য আইন এবং বিধিমালার যথেষ্ট কঠোরতা নিশ্চিত করা । বিদ্যমান সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ সমূহ লংঘনের জন্য মৎস্য আহরণের অধিকার থেকে প্রত্যাখ্যাত, প্রত্যাহৃত বা সাময়িক ভাবে বিরত করার বিষয়েও রাষ্ট্রসমূহের আইনগত কঠোরতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৭.৭.৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ কর্মসূচী, পরিদর্শন পরিকল্পনা এবং মৎস্য-জাহাজ/নৌযান পরিবীক্ষণ পদ্ধতি সহ মৎস্য আহরণ পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, পাহারা এবং আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত পদক্ষেপ সমূহ জাতীয় আইন-কানুনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যকর ভাবে বাস্তবায়ন করা। এ সব পদক্ষেপ উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা এবং সমঝোতা দ্বারা তাদের সম্মত পদ্ধতি অনুসারে প্রবর্তিত ও বাস্তবায়িত হতে হবে।

৭.৭.৪ রাষ্ট্রসমূহ এবং উপ-আঞ্চলিক অথবা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা ও সমঝোতা সমূহের (উপযুক্ত ক্ষেত্রে) উচিত, যে পদ্ধতিতে ঐ সব সংস্থা ও সমঝোতা সমূহের কার্যক্রম অর্থায়িত হবে তাতে সম্মত হওয়া, তবে মৎস্য সম্পদ থেকে লব্ধ সুফল বা উপকারের মাত্রা এবং রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক ও অন্যান্য অবদান রাখার ক্ষমতার তারতম্য স্মরণ রাখতে হবে। যেখানে প্রযোজ্য এবং যখন সম্ভব সে সব ক্ষেত্রে ঐ সব সংস্থা এবং সমঝোতা সমূহের লক্ষ্য হওয়া উচিত মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও গবেষণায় ব্যয়িত অর্থ ফেরত আদায়ের ব্যবস্থা করা।

৭.৭.৫ যে সব রাষ্ট্র উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা বা সমঝোতা সমূহের সদস্য বা অংশগ্রহণকারী তাদের উচিত সদস্য বা অংশগ্রহণকারী নয় এমন দেশের পতাকাবাহী জাহাজ যা ঐ সব সংস্থা ও সমঝোতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ সমূহের কার্যকারিতা দূর্বল করার কাজে নিয়োজিত তাদের বাধা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত পদক্ষেপ সমূহ যা ঐ সব সংস্থা বা সমঝোতার কাঠামোতে গৃহীত এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৭.৮ আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ

৭.৮.১ আন্তর্জাতিক চুক্তির কোনরূপ সংস্কার ছাড়াই রাষ্ট্রসমূহের উচিত যে সব মালিকানাভূক্ত মৎস্য-নৌযান বা সহযোগী নৌযান রাষ্ট্রীয় জলসীমার বাহিরে পতাকা বহন করবে তাদের ঋণ বা বন্ধক গ্রহণের শর্ত হিসেবে আন্তর্জাতিক সমঝোতা চুক্তির অভিজ্ঞতাকে যুক্ত না করতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা। এ ধরনের চাহিদা তাদের আন্তর্জাতিক মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ সমূহ অমান্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি করবে।

অনুচ্ছেদ ৮ - মৎস্য আহরণ কার্যক্রম

৮.১ সকল রাষ্ট্রের কর্তব্য

৮.১.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত তাদের অনুমোদিত মৎস্য আহরণ কার্যক্রম নিজেদের নির্ধারিত জলসীমার মধ্যে সীমিত রাখা এবং দায়িত্বশীল পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করা।

৮.১.২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত তাদের ইস্যুকৃত মৎস্য আহরণের সকল অধিকার-পত্রের রেকর্ড সংরক্ষণ এবং তা নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা।

৮.১.৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত অনুমতি প্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানের জাহাজ কর্তৃক মৎস্য আহরণের পরিসংখ্যানগত উপাত্ত আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানদন্ড ও পদ্ধতির ভিত্তিতে নিয়মিত ভাবে সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা।

৮.১.৪ রাষ্ট্রসমূহের উচিত আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা বা সমঝোতা স্মারকের কাঠামোর মধ্য থেকে নিজস্ব রাষ্ট্রীয় জলসীমার বাহিরের জল সম্পদেও মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং তৎসম্পর্কিত অন্যবিধ কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও প্রয়োগযোগ্য পদক্ষেপ সমূহের কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতা করা ।

৮.১.৫ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য আহরণ কাজে নিয়োজিত সকলের মানসম্মত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা। এ সব মানদন্ড সংশ্লিষ্ট কাজ ও চাকুরীর জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্তাবলীর সর্বনিম্ন চাহিদার চেয়ে নিম্নমানের হওয়া উচিত নয়।

৮.১.৬ সামুদ্রিক অনুসন্ধান এবং উদ্ধার কাজের পদ্ধতি মৎস্য আহরণের সাথে সমন্বয় করার জন্য রাষ্ট্রের একক ভাবে বা অন্য দেশ সহ একত্রে বা উপযুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৮.১.৭ রাষ্ট্রসমূহের উচিত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করা। এ সব কর্মসূচি আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানদন্ড ও নির্দেশিকা অনুসারে হতে হবে।

৮.১.৮ রাষ্ট্রসমূহের উচিত জাতীয় আইন অনুসারে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে মৎস্যজীবীদের দক্ষতার সনদপত্র সহ চাকুরী ও যোগ্যতার তথ্যাদি ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা ।

৮.১.৯ রাষ্ট্রসমূহের উচিত প্রয়োগযোগ্য পদক্ষেপ সমূহে এমন সংস্থান রাখা যাতে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জাহাজের মাষ্টার এবং অন্য কোন অফিসার মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে মৎস্য আহরণের জাহাজ থেকে বহিষ্কার, প্রত্যাখান, প্রত্যাহার অথবা মৎস্য-নৌযানের মাস্টার বা অফিসার হিসেবে প্রাপ্ত সনদ সাময়িক ভাবে বাতিল করা যায়।

৮.১.১০ রাষ্ট্রসমূহের উচিত সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সহযোগিতায় মৎস্য আহরণ কাজে নিয়োজিত সকলকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই আচরণ-বিধির উল্লেখ্যযোগ্য সংস্থান সমূহ সম্পর্কে অবহিত করার প্রচেষ্টা নেয়া। এছাড়াও তাদেরকে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সমঝোতা, পরিবেশ ও অন্যান্য বিষয়ের প্রয়োগযোগ্য মানদন্ড, যা দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ নিশ্চতকরণের জন্য অত্যাবশ্যক সে সম্পর্কে অবহিত করা উচিত।

৮.২ পতাকা-দেশ সমূহের কর্তব্য

৮.২.১ পতাকা-দেশ সমূহের উচিত যে সব মৎস্য-নৌযান পতাকা বহনের যোগ্য এবং মৎস্য আহরণে অধিকার প্রাপ্ত তাদের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা। ঐ সব রেকর্ডপত্রে নৌযানের বিস্তারিত তথ্য, তার মালিকানা এবং মৎস্য আহরণের অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ থাকতে হবে।

৮.২.২ পতাকা-দেশ সমূহের উচিত যাতে কোন মৎস্য-নৌযান উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং মৎস্য আহরণের অধিকারপত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে পতাকা বহন করে গভীর সমুদ্রে (high seas) অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের জলসীমায় মৎস্য আহরণ না করে তা নিশ্চিত করা। সব নৌযানের উচিত রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং মৎস্য আহরণের অধিকার পত্র নৌযানেই বহন করা।

৮.২.৩ পতাকা-দেশ ছাড়াও অন্য দেশের জলসীমায় এবং গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে অধিকার প্রাপ্ত মৎস্য-নৌযান সমূহ আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিতে যথা এফএও এর মৎস্য- নৌযান চিহ্নিতকরণ ও সনাক্তকরণ এবং উপকরণের মান ও নির্দেশিকা অনুযায়ী একই ভাবে চিহ্নিত হওয়া আবশ্যক।

৮.২.৪ মৎস্য আহরণের জাল ও সরঞ্জামাদি রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে এমনভাবে চিহ্নিত হওয়া উচিত যাতে ঐসব সরঞ্জামাদির মালিককে সহজেই সনাক্ত করা যায়। সরঞ্জামাদি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত জাল ও সরঞ্জামাদি চিহ্নিতকরণের পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যতার বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

৮.২.৫ পতাকা-রাষ্ট্রসমূহের উচিত আন্তর্জাতিক সমঝোতা, আন্তর্জাতিক ভাবে সম্মত আচরণ-বিধি ও স্বতঃপ্রবৃত্ত নির্দেশিকা অনুসারে মৎস্য-নৌযান এবং মৎস্যজীবী কর্তৃক উপযুক্ত নিরাপত্তা চাহিদা মেনে চলা নিশ্চিত করা। ঐ সমস্ত আন্তর্জাতিক সমঝোতা, আচরণ-বিধি অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত নির্দেশিকার আওতায় পড়ে না এমন সব ছোট নৌযানের জন্য রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপযুক্ত নিরাপত্তা চাহিদা গ্রহণ করা।

৮.২.৬ মৎস্য-জাহাজ দ্বারা গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ সমূহ মেনে চলার চুক্তিনামায় যে সব রাষ্ট্র অংশীদার নয় তাদেরকে চুক্তিনামায় অংশগ্রহণে বা চুক্তিনামার সংস্থানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন ও নিয়ন্ত্রণবিধি প্রণয়নে উৎসাহিত করা উচিত ।

৮.২.৭ অধিকার প্রাপ্ত যে সব মৎস্য-নৌযান প্রয়োগযোগ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ সমূহ লংঘন করে যা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঐ সব পদক্ষেপ লংঘন করা জাতীয় নিয়মনীতির অধীনে অপরাধমূলক, সে সব নৌযানের ক্ষেত্রে পতাকা-রাষ্ট্রসমূহের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আইন লংঘন যেখানেই সংঘটিত হোক, লংঘনের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য শাস্তি যথেষ্ট কঠোর হওয়া উচিত যাতে লংঘন নিরুৎসাহিত করা যায় এবং আইনের প্রতি আনুগত্য অর্জন কার্যকর হয়। যাতে আইন লংঘনকারী তার অবৈধ কার্যক্রমের দ্বারা অর্জিত লাভ থেকে বঞ্চিত হয় তার জন্য ঐ শাস্তিতে গুরুতর লংঘনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নৌযানকে মৎস্য আহরণের অধিকার থেকে প্রত্যাখান, প্রত্যাহার অথবা সাময়িক বিরত রাখার সংস্থান অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৮.২.৮ পতাকা-রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য-নৌযানের মালিক এবং চুক্তিভিত্তিক ভাড়াকারীকে মৎস্য-নৌযান বীমার আওতায় আনতে উৎসাহিত করা। মৎস্য-নৌযানের মালিক বা চুক্তিভিত্তিক ভাড়াকারীর উচিত তৃতীয় পক্ষকে লোকসান বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করা এবং তাদের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য ঐ নৌযানের নাবিকদের বীমার আওতায় এনে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা।

৮.২.৯ পতাক-রাষ্ট্রসমূহের উচিত "Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987, (NO. 166)" এ বর্ণিত নীতি বিবেচনায় রেখে নাবিকদের প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা।

৮.২.১০ মৎস্য-নৌযানের অথবা তার কোন আরোহীর দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নৌযানের পতাকা-রাষ্ট্রের উচিত দুর্ঘটনা কবলিত কোন বিদেশী নাগরিকের রাষ্ট্রের কাছে দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা। ঐ তথ্যাদি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থার নিকটও জানানো প্রয়োজন।

৮.৩ বন্দর রাষ্ট্রের কর্তব্য

৮.৩.১ বন্দর রাষ্ট্রের উচিত প্রয়োগযোগ্য আন্তর্জাতিক চুক্তিনামা বা সমঝোতা স্মারক সহ আন্তর্জাতিক আইনানুসারে প্রণীত জাতীয় আইন-কানুনের মাধ্যমে আচরণ-বিধির উদ্দেশ্য অর্জনে অন্য রাষ্ট্রসমূহকে সাহায্যের পদক্ষেপ নেয়া এবং তাদেরকে (ঐ সব দেশকে) গৃহীত আইনকানুনের উদ্দেশ্য এবং পদক্ষেপ সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করা। যখন এ সব পদক্ষেপ নেয়া হবে তখন বন্দর-রাষ্ট্রের উচিত হবে না অন্য রাষ্ট্রের নৌযানের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.৩.২ যখন কোন মৎস্য-নৌযান স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে কোন বন্দরে আসে অথবা বন্দর-রাষ্ট্রের উপকূলবর্তী টার্মিনালে অবস্থান করে এবং নৌযানের পতাকা সরবরাহকারী দেশ বন্দর-রাষ্ট্রকে ঐ নৌযান কর্তৃক উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক বা বিশ্বব্যাপী (global) সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অমান্য (non-compliance) করায় অথবা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সর্বনিম্ন মাত্রার দূষণ নিয়ন্ত্রণে এবং নৌযানের আরোহীদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও নৌযানে কাজের শর্ত রক্ষায় সহযোগিতা দানের অনুরোধ জানায় তখন বন্দর-রাষ্ট্রসমূহের উচিত পতাকা সরবরাহকারী দেশ সমূহকে বন্দর রাষ্ট্রের জাতীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সহায়তা করা।

৮.৪ মৎস্য আহরণ কার্যক্রম

৮.৪.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মানুষের জীবনের নিরাপত্তার প্রতি এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র উপকূলবর্তী সংস্থা, সমুদ্রে সংঘর্ষ প্রতিহত করার আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ আইন এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র উপকূলবর্তী সংস্থার সামুদ্রিক যানবাহন সংগঠনের চাহিদা অনুসারে সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং মৎস্য আহরণের জাল ও সরঞ্জামাদির ক্ষতি ও হারানো সংক্রান্ত আইন-কানুনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করা ।

৮.৪.২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত ডিনামাইট বিস্ফোরণ করে, বিষপ্রয়োগ করে এবং এ রকম অন্যবিধ ধ্বংসাত্মক পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা।

৮.৪.৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য আহরণের কার্যক্রম, নৌযানে রক্ষিত মৎস্য ও অমৎস্য প্রজাতি এবং বাতিলকৃত মৎস্য ও অমৎস্য, মৎস্য সম্পদের মজুদ নির্ণয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদির দলিলাদি সংগ্রহ করে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের বিষয় নিশ্চিত করতে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা। রাষ্ট্রসমূহের উচিত যথাসম্ভব কর্মসূচি যথা পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন স্কীম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রয়োগযোগ্য পদক্ষেপ সমূহ মেনে চলার প্রবণতা উৎসাহিত করা।

৮.৪.৪ রাষ্ট্রসমূহের উচিত আহরিত মাছের যত্ন ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা।

৮.৪.৫ সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য আহরণ পদ্ধতি এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করতে উৎসাহ যোগান, যাতে আহরিত মৎস্য সম্পদ বাতিল হ্রাস করা যায়। মৎস্য আহরণের যে সমস্ত জাল ও আহরণ পদ্ধতি আহরিত মাছ বাতিলকরণ বৃদ্ধি করে সে সমস্ত জালের ও পদ্ধতির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা উচিত। অপরদিকে যে সমস্ত জাল ও পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে বেরিয়ে যাওয়া মাছের বাঁচার হার বৃদ্ধি পায় সে সমস্ত জাল বা পদ্ধতির ব্যবহার উৎসাহিত করা উচিত।

৮.৪.৬ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য আহরণ প্রযুক্তি, সরঞ্জাম এবং আহরণ পদ্ধতির উন্নয়ন ও প্রয়োগে সহযোগিতা করা, যাতে মৎস্য আহরণকালে জাল হারানো, ক্ষতি হওয়া অথবা পরিত্যক্ততার মাত্রা কমানো যায়।

৮.৪.৭ রাষ্ট্রসমূহের উচিত কোন এলাকায় বাণিজ্যিক ভাবে কোন মৎস্য আহরণের জাল, আহরণ পদ্ধতি ও প্রয়োগ প্রবর্তন করার আগে আবাসস্থলের উপর ঐ সবের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব যাচাই নিশ্চিত করা।

৮.৪.৮ পরিবেশ এবং সমাজের উপর বিশেষতঃ জীববৈচিত্র এবং উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উপর মৎস্য আহরণের জাল ও সরঞ্জামাদির প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম উৎসাহিত করা উচিত।

৮.৫ জাল ও সরঞ্জামাদির নৈর্বাচনিকতা (selectivity)

৮.৫.১ মৎস্য আহরণের জাল, আহরণ পদ্ধতি ও প্রয়োগ পদ্ধতির যথেষ্ট নৈর্বাচনিক ক্ষমতা থাকা আবশ্যক যাতে আহরণকালে অ-লক্ষ্য প্রজাতির মৎস্য ও অমৎস্য সহ সমস্ত আহরণের অপচয় ও বাতিল এবং সহযোগী ও নির্ভরশীল প্রজাতির উপর প্রভাব সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনা যায় এবং এছাড়াও কারিগরি কৌশলের প্রভাবে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া যেন বাধাগ্রস্থ না হয় তারও সংস্থান করা রাষ্ট্রের উচিত। এ বিষয়ে মৎস্য আহরণকারীদের উচিত নৈর্বাচনিক ক্ষমতা সম্পন্ন জাল ও পদ্ধতির উন্নয়নে রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করা। রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য আহরণের নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতি ও চাহিদা সম্পর্কে মৎস্য আহরণকারীদের অবহিত করা।

৮.৫.২ জালের নৈর্বাচনিকতা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আইন ও নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা প্রণয়নের সময় রাষ্ট্রের উচিত মৎস্য শিল্পে ব্যবহৃত নৈর্বাচনিক ক্ষমতার মৎস্যজালের ব্যাপ্তি, পদ্ধতি ও কৌশল সমূহ বিবেচনা করা।

৮.৫.৩ মৎস্য জালের নৈর্বাচনিকতা (selectivity), মৎস্য আহরণ পদ্ধতি এবং আহরণ কৌশল সম্পর্কে মানসম্পন্ন গবেষণা পদ্ধতি উন্নয়নে রাষ্ট্রসমূহ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা করা উচিত।

৮.৫.৪ মৎস্য জালের নৈর্বাচনিকতা, মৎস্য আহরণ পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে গবেষণা কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উৎসাহিত করা উচিত। এ গবেষণার ফলাফল প্রচারে বা বিতরণে এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরে একই ধরনের সহযোগিতা থাকা উচিত।

৮.৬ শক্তির (energy) উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার

৮.৬.১ মৎস্য সেক্টরে মৎস্য আহরণ এবং আহরণোত্তর কার্যক্রমে আরও কার্যকর ভাবে কর্মশক্তি ব্যবহার করার জন্য রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপযুক্ত মানদন্ড এবং নির্দেশিকা উন্নয়নে উৎসাহিত করা।

৮.৬.২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য সেক্টরে শক্তির উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার সংক্রান্ত প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং হস্তান্তর উৎসাহিত করা। বিশেষতঃ নৌযানের মালিক, ভাড়ায় ব্যবহারকারী এবং ব্যবস্থাপকদেরকে তাদের নৌযানে শক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্র লাগাতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

৮.৭ জলজ পরিবেশ সংরক্ষণ

৮.৭.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত "নৌযান থেকে দূষণ প্রতিরোধের জন্য আন্তর্জাতিক সমঝোতা, ১৯৭৩" (International Convention for the Prevention of Pollution from Ship,1973) যা MARPOL 73/78 সম্পর্কে ১৯৭৮ এর প্রটোকল দ্বারা সংশোধিত তার ভিত্তিতে আইন ও নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রবর্তন এবং প্রয়োগ করা।

৮.৭.২ মৎস্য-নৌযান সমূহের মালিক, ভাড়ায় ব্যবহারকারী এবং ব্যবস্থাপকগণের উচিত MARPOL 73/78 এর চাহিদা অনুসারে তাদের নৌযানে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি লাগানো এবং নৌযানের সাধারণ চলাচলকালে উৎপাদিত আবর্জনা ও অন্যান্য বর্জ্য কঠিনকরণ (compactor) বা ভস্মীভূতকরণের যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট নৌযানের শ্রেণি অনুসারে সংযোজন করা ।

৮.৭.৩ মৎস্য-নৌযানের মালিক, ভাড়ায় ব্যবহাকারী এবং ব্যবস্থাপকগণের উচিত উপযুক্ত পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে মৎস্য-নৌযানে সর্বনিম্ন পর্যায়ে আবর্জনা বহন করা।

৮.৭.৪ মৎস্য-নৌযানের নাবিকদের নৌযানের ডেক ব্যবস্থাপনা (shipboard) পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত, যাতে তারা MARPOL 73/78 দ্বারা নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম করে নৌযানের বর্জ্য নিক্ষেপ না করে । এ পদ্ধতিতে অন্ততঃ তৈলাক্ত বর্জ্য নিষ্কাশন এবং নৌযানে উৎপন্ন আবর্জনা মজুদ ও ব্যবহারের (handling) বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকা প্রয়োজন।

৮.৮ বায়ুমন্ডল সংরক্ষণ

৮.৮.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত নৌযান থেকে নিঃসৃত গ্যাসে ক্ষতিকারক পদার্থের পরিমাণ হ্রাস করার সংস্থান রেখে সংশ্লিষ্ট মানদন্ড এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন করা।

৮.৮.২ মৎস্য-নৌযান সমূহের মালিক, ভাড়ায় ব্যবহারকারী এবং ব্যবস্থাপকগণের উচিত নৌযান থেকে ওজোন (ozone) গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার জন্য যন্ত্র সংযোজন নিশ্চিত করা। মৎস্য-নৌযানের দায়িত্ববান নাবিকগণের উচিত নৌযানের যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে চালানো ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা রাখা।

৮.৮.৩ যথাযথ কর্তৃপক্ষের উচিত নৌযানে ব্যবহৃত রিফ্রেজারেশন পদ্ধতিতে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFCs) এবং অন্তর্বর্তী পদার্থ (transitional substance) HCFCs এর ব্যবহার পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা। নৌযান নির্মাণ শিল্প এবং যারা এই শিল্পের সাথে জড়িত তারা যাতে এই বিষয়গুলো অবহিত হন এবং মেনে চলেন তার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন।

৮.৮.৪ মৎস্য-নৌযান সমূহের মালিক অথবা ব্যবস্থাপকগণের উচিত বর্তমান নৌযান সমূহে CFCs এবং HCFCs এর পরিবর্তে বিকল্প রিফ্রিজারেন্ট এবং অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে Halons এর বিকল্প গ্যাস ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। উক্ত বিকল্প ব্যবস্থা সমূহ নতুন মৎস্য নৌযান নির্মাণের নক্সার ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত।

৮.৮.৫ রাষ্ট্রসমূহ এবং নৌযানের মালিক, ভাড়ায় ব্যবহারকারী এবং ব্যবস্থাপকগণ ও মৎস্য আহরণকারীদের উচিত নৌযান থেকে CFC, HCFCs এবং Halons পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা অনুসরণ করা ।

৮.৯ মৎস্য-নৌযানের জন্য পোতাশ্রয় এবং অবতরণ কেন্দ্র

৮.৯.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য-পোতাশ্রয় এবং অবতরণ কেন্দ্রের নকশা তৈরি ও নির্মাণ কাজে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করা ঃ

ক) মৎস্য-নৌযান সমূহের জন্য নিরাপদ আশ্রয় এবং নৌযান বিক্রেতা ও ক্রেতাদের সেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধার সংস্থান ;

খ) যথেষ্ট পরিমাণ পানীয় জল সরবরাহের এবং স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার সংস্থান থাকা ;

গ) নৌযান থেকে তৈল নিঃষ্কাশন, তৈলাক্ত পানি এবং মৎস্য আহরণের পরিত্যক্ত জাল রাখার ব্যবস্থা সহ আবর্জনা নিঃষ্কাশন পদ্ধতি থাকা ;

ঘ) মৎস্য সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং বাহ্যিক কোন উৎস থেকে দূষণ হ্রাস করা ; এবং

ঙ) ভূমিক্ষয় এবং পলি জমা হওয়ার বিরূপ প্রভাব প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা থাকা।

৮.৯.২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মৎস্য-নৌযানের পোতাশ্রয় নির্মাণের স্থান নির্বাচন ও উন্নয়ন করার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা ।

৮.১০ অবকাঠামো ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পরিত্যাগ

৮.১০.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপকূলবর্তী অনাবশ্যক অবকাঠামো সমূহ অপসারণের ক্ষেত্রে 'আন্তর্জাতিক উপকূলবর্তী সংস্থার' ইস্যুকৃত মান ও নির্দেশিকা অনুসরণ নিশ্চিত করা। রাষ্ট্রসমূহের আরও উচিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবকাঠামো ও অন্যান্য দ্রব্য বাতিলকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে মৎস্য বিষয়ক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা নিশ্চিত করা।

৮.১১ কৃত্রিম সামুদ্রিক শৈলশ্রেণী (reefs) এবং মৎস্য সমাহারের কৌশল

৮.১১.১ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য মজুদের পরিমাণ এবং মৎস্য আহরণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম কাঠামো স্থাপনের বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমুদ্রতলদেশের উপরে বা জলরাশির উপরিভাগে নিরাপদ নৌ চলাচল নিশ্চিত করা। এ ধরনের কাঠামোর ব্যবহার এবং সামুদ্রিক জীবন্ত সম্পদ ও পরিবেশের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে রাষ্ট্রসমূহের উচিত গবেষণা উৎসাহিত করা।

৮.১১.২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত যখন সমুদ্রে কৃত্রিম শৈলশ্রেণী (reefs) স্থাপনের জন্য ভৌগলিক স্থান নির্বাচন করা হবে বা কৃত্রিম শৈলশ্রেণী তৈরীর জন্য উপকরণ নির্বাচন করা হবে তখন পরিবেশ এবং নৌ চলাচলের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সমঝোতায় বর্ণিত সংস্থান অনুযায়ী বিবেচনা করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

৮.১১.৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত 'উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার' কাঠামোর মধ্যে থেকে কৃত্রিম শৈলশ্রেণী এবং মৎস্য সমাহারের কৌশল প্রতিষ্ঠিত করা। ঐ সকল শৈলশ্রেণী এবং কৌশল নির্মাণ করার জন্য প্রণীত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অনুমোদন প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে শিল্পায়িত এবং উপ-জীবী মৎস্য আহরণকারীদের স্বার্থ- সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত।

৮.১১.৪ রাষ্ট্রসমূহের উচিত কৃত্রিম শৈলশ্রেণী স্থাপন অথবা অপসারণ অথবা মৎস্য সমাহার কৌশল (devices) স্থাপনের পূর্বে নৌ চলাচলের জন্য ঐ অঞ্চলের কার্টোগ্রাফি রেকর্ড ও চার্ট সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষকে এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশ সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ নিশ্চিত করা।

অনুচেছদ ৯ - জলজ প্রাণিচাষ (aquaculture) উন্নয়ন

৯.১ জাতীয় আইনগত অধিকারের এলাকায় চাষ-ভিত্তিক মৎস্য ক্ষেত্রসহ জলজ প্রাণিচাষের উন্নয়ন

৯.১.১ দায়িত্বশীল ভাবে জলজ প্রাণিচাষের উন্নয়নে সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপযুক্ত আইন সম্মত প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা।

৯.১.২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত প্রাপ্ত সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে এবং কৌলতাত্ত্বিক (genetic) বৈচিত্রের এবং প্রতিবেশের বিশুদ্ধতার উপর জলজ প্রাণিচাষের উন্নত কৌশলের সম্ভাব্য প্রভাবের অগ্রীম মুল্যায়ন সহ জলজ প্রাণিচাষের দায়িত্বশীল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা ।

৯.১.৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত প্রয়োজন অনুসারে জলজ প্রাণিচাষের উন্নয়ন কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তা নিয়মিত ভাবে হালনাগাদ করা, যাতে জলজ প্রাণিচাষ (aquaculture) পদ্ধতির উন্নয়ন পরিবেশগত ভাবে টেকসই এবং জলজ প্রাণিচাষ ও অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য সম্পদের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৯.১.৪ রাষ্ট্রসমূহের এটা নিশ্চিত করা উচিত যে, কোন জল সম্পদে জলজ প্রাণিচাষের উন্নয়নের ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা এবং মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকার নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত না হয়।

৯.১.৫ রাষ্ট্রসমূহের উচিত জলজ প্রাণিচাষের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিবেশগত মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা, যার উদ্দেশ্য প্রতিবেশগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর পানি নিঃষ্কাশন, ভূমি-ব্যবহার, বর্জ্য পরিত্যাগ, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার এবং মৎস্যচাষ সংক্রান্ত আরও অন্যান্য কার্যক্রমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাস করা।

৯.২ আন্তঃসীমানার জলজ প্রতিবেশে চাষ-ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সহ জলজ প্রাণিচাষের দায়িত্বশীল উন্নয়ন

৯.২.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত তাদের জাতীয় আইনগত অধিকার অনুযায়ী দায়িত্বশীল জলজ প্রাণিচাষ পদ্ধতি সমর্থন ক'রে স্থিতিশীল জলজ প্রাণিচাষ প্রণালী প্রবর্তনে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে আন্ত ঃসীমানায় অবস্থিত জলজ সম্পদের প্রতিবেশ রক্ষা করা।

৯.২.২ যদি কোন আন্তঃসীমার জলজ প্রতিবেশ জলজ প্রাণিচাষ কার্যক্রমের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সমূহের উচিত প্রতিবেশী দেশ সমূহের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিক আইনানুসারে জলজ প্রাণিচাষের জন্য দায়িত্বশীল ভাবে প্রজাতি, স্থান ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্বাচন নিশ্চিত করা।

৯.২.৩ আন্তঃসীমার জলজ প্রতিবেশে বিদেশী মৎস্য প্রজাতি প্রবর্তনের পূর্বে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের উচিত প্রতিবেশী দেশ সমূহের সাথে আলোচনা করা।

৯.২.৪ জাতীয়, উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও বিশ্ব পর্যায়ে জলজ প্রাণিচাষ উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপযুক্ত পদ্ধতি যথা ডাটাবেইজ ও তথ্য নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জলজ প্রাণিচাষ সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, ভাগাভাগি ও বিতরণ করা।

৯.২.৫ রাষ্ট্রসমুহের উচিত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জলজ প্রাণিচাষে ব্যবহৃত উপকরণ সমূহের প্রভাব পরিবীক্ষণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

৯.৩ চাষ-ভিত্তিক মৎস্যসম্পদ সহ জলজ প্রাণিচাষের উদ্দেশ্যে জলজ প্রাণীর বংশানুগতি ভান্ডারের (genetic resource) ব্যবহার

৯.৩.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলজ প্রাণিকুলের বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং বংশধারার বৈচিত্র সংরক্ষণ করা সহ প্রতিবেশ রক্ষা করা। জলজ প্রাণিচাষের ও চাষ-ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে বিদেশী প্রজাতি অথবা কৌলতাত্বিক ভাবে রূপান্তরিত প্রজাতি প্রচলনের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করতে, যেখানে এ ধরনের বিদেশী প্রজাতি

অথবা কৌলতাত্বিক ভাবে রূপান্তরিত প্রজাতির মূল রাষ্ট্রের জলসীমা ছাড়াও অন্য রাষ্ট্রের জলসীমায় বিস্তার লাভের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে। রাষ্ট্রের উচিত বন্য/ প্রাকৃতিক (wild) মজুদের বংশগতিধারা ও রোগবালাই এর উপর খামার থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাছের দ্বারা বিরূপ প্রভাব হ্রাসের যথাসম্ভব পদক্ষেপ উৎসাহিত করা।

৯.৩.২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত বিদেশী জলজ প্রাণির প্রচলন ও স্থানান্তরে আন্তর্জাতিক আচরণ-বিধি ও পদ্ধতির ব্যাখ্যা, প্রবর্তন এবং বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

৯.৩.৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত বন্য এবং চাষকৃত মজুদ প্রাণির মধ্যে রোগ-বালাই বিস্তার ও তাদের উপর বিরূপ প্রভাব হ্রাসের উদ্দেশ্যে ব্রুড মাছের কৌলতাত্বিক (genetic) উন্নয়ন, বিদেশী প্রজাতির জলজ প্রাণীর প্রচলন এবং প্রজননক্ষম প্রাণী, পোনা, ডিম ও ডিমপোনা (larvae) উৎপাদন, বিক্রয় ও পরিবহণের উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করা। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপযুক্ত জাতীয় আচরণ-বিধি ও পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৯.৩.৪ রাষ্ট্রসমূহের উচিত ব্রুড নির্বাচন এবং ডিম, ডিমপোনা ও পোনা উৎপাদনে উপযুক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ উৎসাহিত করা।

৯.৩.৫ রাষ্ট্রসমূহের উচিত বিপন্ন মৎস্য প্রজাতির কৌলতাত্ত্বিক বৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য সংকটকালীন প্রয়োজনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণা এবং যখন সম্ভব বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ, পুনর্বাসন ও মজুদ বৃদ্ধির জন্য ঐ সব প্রজাতির চাষ প্রযুক্তির উন্নয়ন উৎসাহিত করা ।

৯.৪ উৎপাদন পর্যায়ে দায়িত্বশীল জলজ প্রাণিচাষ

৯.৪.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, উৎপাদনকারী সংগঠন এবং মৎস্যচাষীদের সহযোগিতায় দায়িত্বশীল ভাবে জলজ প্রাণিচাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

৯.৪.২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত দায়িত্বশীল জলজ প্রাণিচাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনে মৎস্যচাষী এবং তাদের সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা।

৯.৪.৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপযুক্ত জৈবসার সহ, রাসায়নিক সার, সম্পূরক খাদ্য, খাদ্য প্রস্তুতের উপাদান নির্বাচন ও ব্যবহারের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা।

৯.৪.৪ রাষ্ট্রসমূহের উচিত স্বাস্থ্য সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ ও ভ্যাকসিন ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকর খামার এবং মৎস্য-স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উৎসাহিত করা। রোগনিরাময়ক ঔষধ (therapeutants), হরমোন, অন্যান্য ঔষধপত্র, এন্টিবায়োটিক্স এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধক রাসায়নিক দ্রব্যের নিরাপদ, কার্যকর এবং নিম্নমাত্রায় ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৯.৪.৫ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্যচাষে মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ কোন রাসায়নিক উপকরণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।

৯.৪.৬ রাষ্ট্রসমূহের উচিত চাহিদানুসারে পরিত্যক্ত আবর্জনা যথা মাছের নাড়িভুঁড়ি, বরফ-গলা নোংরা পদার্থ, মৃত বা রোগগ্রস্থ মাছ, অতিরিক্ত পশুবিষয়ক ঔষধ এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক উপকরণ যাতে মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ না হয় তা নিশ্চিত করা।

৯.৪.৭ রাষ্ট্রসমূহের উচিত চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত মাছের বা অন্য পণ্যের খাদ্য নিরাপত্তা (food safety) নিশ্চিত করা। তাছাড়া উৎপাদিত পণ্য আহরণের পূর্বে ও আহরণকালে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ, মজুদকরণ এবং পরিবহণকালে বিশেষ পরিচর্যার মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান রক্ষা ও মূল্যমান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১০ - উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সমন্বয়

১০.১ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

১০.১.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপকূলীয় অঞ্চলে প্রতিবেশের (ecosystem) নাজুকতা, প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পদের স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত নীতি, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি ও গ্রহণ নিশ্চিত করা।

১০.১.২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপকূলীয় অঞ্চলের বহুমুখী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় মৎস্য সেক্টরের এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করা এবং উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

১০.১.৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত সম্পদের স্থিতিশীল উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অধিকার ও তাদের প্রথাগত অভ্যাস বিবেচনা করে উপকূলীয় সম্পদের সম্ভাব্য ব্যবহার এবং সে সবে তাদের প্রবেশাধিকার পদ্ধতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগত কাঠামো তৈরি করা।

১০.১.৪ রাষ্ট্রসমূহের উচিত এমন ধরনের মৎস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করা যাতে মৎস্য সম্পদ ব্যবহারকারীদের মধ্যে এবং তাদের সাথে উপকূলীয় অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারকারীদের সংঘাত বা বিবাদ পরিহার করা যায়।

১০.১.৫ রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য সেক্টরের অভ্যন্তরে এবং মৎস্য সম্পদ ব্যবহারকারী ও উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারকারীর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত পর্যায়ে প্রশাসনিক পদ্ধতি ও কৌশল প্রবর্তন করা।

১০.২ নীতিগত পদক্ষেপ সমূহ

১০.২.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপকূলীয় সম্পদ সংরক্ষণে ও ব্যবস্থাপনায় এবং ক্ষতিগ্রস্থদেরকে ঐ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম উৎসাহিত করা।

১০.২.২ উপকূলীয় সম্পদের বরাদ্দ ও ব্যবহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহের উচিত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয় বিবেচনায় এনে ঐ সব সম্পদের মূল্যমান মূল্যায়নে উৎসাহিত করা।

১০.২.৩ উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় নীতি নির্ধারণে রাষ্ট্রসমূহের উচিত সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা সমূহ বিবেচনা করা।

১০.২.৪ রাষ্ট্রসমূহের উচিত তাদের ক্ষমতানুসারে উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অংশ হিসেবে ভৌত, রাসায়নিক, জীববিজ্ঞান (Biological), অর্থনৈতিক ও সামাজিক ধ্রুবক ব্যবহার করে উপকূলীয় পরিবেশের পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

১০.২.৫ রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় বিশেষতঃ এর পরিবেশগত, জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদির উপর বহুমুখী গবেষণার জন্য সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা।

১০.৩ আঞ্চলিক সহযোগিতা

১০.৩.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপকূলীয় সম্পদের স্থিতিশীল ব্যবহার এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সহজতর করার জন্য উপকূলীয় এলাকার প্রতিবেশী দেশের সাথে পরস্পর সহযোগিতা করা।

১০.৩.২ নানাবিধ কার্যক্রম যা আন্তঃসীমানার উপকূলীয় এলাকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের উচিত ঃ

ক) সময়মত তথ্যাদি সরবরাহ করা, সম্ভব হলে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ রাষ্ট্রসমূহকে অগ্রীম বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো;

খ) যত শীঘ্র সম্ভব ঐসব দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা।

১০.৩.৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সহযোগিতা করা।

১০.৪ বাস্তবায়ন

১০.৪.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত জাতীয় কর্তৃপক্ষ সমূহ যারা উপকূলীয় অঞ্চলের কার্যক্রম পরিকল্পনায়, উন্নয়নে, সংরক্ষণে এবং ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট তাদের মধ্যে সহযোগিতার ও সমন্বয়ের কৌশল প্রতিষ্ঠিত করা।

১০.৪.২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য সেক্টরের যে সব কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠান বা তাদের প্রতিনিধি উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের উপযুক্ত কারিগরি দক্ষতা ও আর্থিক সম্পদ নিশ্চিত করা ।

অনুচ্ছেদ ১১ - মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা ও ব্যবসা-বাণিজ্য

১১.১ দায়িত্বশীল ভাবে মৎস্য ব্যবহার

১১.১.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত নিরাপদ, সজীব এবং নির্ভেজাল মৎস্যজাতপণ্যের সরবরাহ প্রাপ্তির জন্য ক্রেতার অধিকার নিশ্চিত করার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১১.১.২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত ক্রেতার স্বাস্থ্য রক্ষা ও বাণিজ্যিক প্রতারণা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে জাতীয় নিরাপত্তা ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণের পদ্ধতি প্রবর্তন ও কার্যকর ভাবে পরিচালনা করা।

১১.১.৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্যজাত পণ্যের নিরাপত্তা ও গুণগতমান নিশ্চিতকরণের সর্বনিম্ন মানদন্ড স্থির করা এবং সংশ্লিষ্ট সকল শিল্প কারখানায় কার্যকরভাবে ঐ সব মানদন্ডের প্রয়োগ নিশ্চিত করা। তাদের উচিত FAO/WHO Codex Alimentarius Commission এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা সমঝোতার প্রেক্ষাপটে সম্মত গুণগত মানদন্ড বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

১১.১.৪ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্যপণ্যের জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক পদক্ষেপ সমূহ ও সার্টিফিকেট প্রদান কর্মসূচির সাদৃশ্য বিধান বা পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদান বা উভয় লক্ষ্য অর্জনে পরস্পরের সহযোগিতা করা এবং পারস্পরিক ভাবে স্বীকৃত মাননিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদানকারী এজেন্সি স্থাপনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা।

১১.১.৫ রাষ্ট্রসমূহের উচিত আহরণোত্তর মৎস্য বিষয়ক কর্মকান্ডে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মৎস্য সম্পদের স্থিতিশীল উন্নয়নের ও ব্যবহারের জাতীয় নীতি প্রণয়ন করা।

১১.১.৬ রাষ্ট্র এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের উচিত ফিশ টেকনোলজি এবং মৎস্যমান নিশ্চিতকরণ বিষয়ে গবেষণায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এছাড়াও প্রকল্পের অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত ও পুষ্টি সংক্রান্ত প্রভাব বিবেচনা করে আহরণোত্তর মৎস্য পরিচর্যা পদ্ধতির উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা ।

১১.১.৭ মৎস্যজাত পণ্যের বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতি বিদ্যমান তাই রাষ্ট্রসমূহের উচিত সহযোগিতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর করা, যাতে প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহণ এবং মজুদকরণ পদ্ধতি পরিবেশগত ভাবে নির্ভরযোগ্য হয়।

১১.১.৮ রাষ্ট্রসমূহের উচিত যারা মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণে সম্পৃক্ত তাদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ঃ

ক) আহরণোত্তর ক্ষতি ও অপচয় হ্রাস;

খ) বাই-ক্যাচ এর ব্যবহার পদ্ধতি এমনভাবে উন্নয়ন করা যা দায়িত্বশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংগতিপূর্ণ হয়; এবং

গ) সম্পদ যথা পানি, শক্তি (জ্বালানী) বিশেষতঃ কাঠের পরিবেশ-অনুকূল ভাবে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে ব্যবহার।

১১.১.৯ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মানুষের মাছ খাওয়া উৎসাহিত করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা বাড়ানো।

১১.১.১০ রাষ্ট্রসমূহের উচিত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে মূল্য সংযোজিত (ভ্যালু-এ্যাডেড) মৎস্যজাতপণ্য উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টিতে সহযোগিতা করা।

১১.১.১১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের ব্যবসায় বাজারজাতকৃত ঐ পণ্যের উৎস সনাক্তকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন করে নির্ভরযোগ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সংগে সঙ্গতিপূর্ণ করা।

১১.১.১২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য আহরণোত্তর কার্যক্রমের ফলে পরিবেশের উপর প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনা করে এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের বাজারে কোন বিকৃতি সৃষ্টি না ক'রে সংশ্লিষ্ট আইন, নিয়ন্ত্রণ-বিধি এবং নীতি প্রণয়ন নিশ্চিত করা ।

১১.২ দায়িত্বশীল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

১১.২.১ এই আচরণ-বিধির ধারা সমূহ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) চুক্তিনামায় বিবৃত নীতি, অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা অনুসারে ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন করা উচিত।

১১.২.২ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের স্বার্থে স্থিতিশীল মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এবং জীবন্ত জলজ সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপোষ করা উচিত নয়।

১১.২.৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত, যে সমস্ত পদক্ষেপ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভাবিত করে সেগুলো স্বচ্ছ এবং যখন প্রযোজ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির উপর নির্ভরশীল এবং আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত আইনের সংগে সংগতিপূর্ণ হওয়া নিশ্চিত করা।

১১.২.৪ রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক মৎস্য বাণিজ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ মানুষ অথবা প্রাণীর জীবন বা স্বাস্থ্য রক্ষার্থে, ক্রেতার স্বার্থ অথবা পরিবেশ রক্ষায় বৈষম্যমূলক হওয়া উচিত নয়, এটা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত বাণিজ্যিক আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া উচিত বিশেষতঃ নীতি, অধিকার এবং বাধ্যবাধকতায়, যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সেনেটারি এবং ফাইটোসেনেটারি পদক্ষেপ সমূহ প্রয়োগের চুক্তিনামায় এবং বাণিজ্যিক কারিগরি প্রতিবন্ধকতা চুক্তিনামায় (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures and the Agreement on Technical Barriers to Trade of the WTO) বর্ণিত রয়েছে।

১১.২.৫ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের বাণিজ্য আরও উদার করা এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতি, অধিকার ও বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শুল্ক, কোটা ও অ-শুল্কজাত প্রতিবন্ধকতা দূর করে বাণিজ্য-বিকৃতি ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা।

১১.২.৬ রাষ্ট্রসমূহের উচিত নয় বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অযথা বা গোপন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, যা ক্রেতার জন্য সরবরাহকারী নির্বাচনে স্বাধীনতা বা বিক্রেতার বাজারে প্রবেশাধিকার সীমিত করে।

১১.২.৭ রাষ্ট্রসমূহের উচিত নয় বাজারে প্রবেশের সংগে মৎস্য সম্পদে প্রবেশের শর্ত আরোপ করা। এই নীতি রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মৎস্য আহরণ চুক্তি সম্পাদনে নিবৃত্ত করে না, বরং সম্পদে ও ব্যবসায় প্রবেশাধিকার, বাজারে প্রবেশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রবেশের সংস্থান অন্তর্ভূক্ত করে।

১১.২.৮ রাষ্ট্রসমূহের উচিত নয় বাজারে প্রবেশাধিকারের সাথে বিশেষ প্রযুক্তি ক্রয় বা অন্যান্য পণ্য বিক্রয়ের শর্ত আরোপ করা।

১১.২.৯ রাষ্ট্রসমূহের উচিত সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী বিপন্ন প্রজাতির ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ বিধি মেনে চলতে সহযোগিতা করা।

১১.২.১০ রাষ্ট্রসমূহের উচিত যে সব জীবন্ত জলজ প্রাণীর নমুনা আমদানীকারক বা রপ্তানীকারক দেশের পরিবেশ বিনষ্টের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সে সব পণ্যের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রণয়ন করা।

১১.২.১১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের ব্যবসায় এবং জীবন্ত জলজ সম্পদ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক মানদন্ড কার্যকর ভাবে বাস্তবায়নে ও প্রতিপালনে সহযোগিতা করা।

১১.২.১২ বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ স্বার্থে রাষ্ট্রসমূহের উচিত নয় জীবন্ত জলজ সম্পদ সংরক্ষণের পদক্ষেপ সমূহকে অবহেলা করা।

১১.২.১৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) চুক্তিনামায় বিবৃত নীতি, অধিকার ও বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের ব্যবসায়ের জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য আইন বা মানদন্ড উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

১১.২.১৪ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের ন্যায়সংগত, অ-বৈষম্যমূলক বাণিজ্যে এবং বহুপাক্ষিক ভাবে সম্মত মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের পদক্ষেপের প্রতি আনুগত্যতা নিশ্চিত কল্পে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক এবং বহুপাক্ষিক ফোরাম যথা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) নীতি বাস্তবায়নে কার্যকর ভাবে অংশগ্রহণ ও পারস্পরিক সহযোগিতা করা।

১২.২.১৫ রাষ্ট্র সমূহ, সাহায্যকারী সংস্থা, বহুমূখী উন্নয়ন ব্যাংক সমূহ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার উচিত তাদের নীতি এবং আন্তর্জাতিক মৎস্য বাণিজ্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবেশের অবক্ষয়ে বা যে সব মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বাস্থ্যের জন্য মাছ জরুরী তাদের পুষ্টির অধিকারে এবং যাদের কাছে মাছের বিকল্প কোন খাদ্য সহজলভ্য বা সামর্থের মধ্যে নয় তাদের জীবনযাত্রার উপর যেন বিরূপ প্রভাব না ফেলে তা নিশ্চিত করা।

১১.৩. মৎস্য বাণিজ্য সম্পর্কিত আইন ও বিধি-নিষেধ

১১.৩.১ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রয়োগযোগ্য আইন, বিধি-নিষেধ ও প্রশাসনিক পদ্ধতি সমূহ স্বচ্ছ, যথাসম্ভব সহজ, সহজবোধ্য এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ভিত্তিক হওয়া উচিত।

১১.৩.২ জাতীয় আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহের উচিত, মৎস্য ও মৎসজাত পণ্যের বাণিজ্য সম্পর্কিত আইন ও বিধি-নিষেধ উন্নয়নে ও বাস্তবায়নে শিল্প-মালিক, পরিবেশবাদী এবং ভোক্তাদের সাথে উপযুক্ত আলোচনা এবং অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১১.৩.৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের বাণিজ্যে প্রয়োগযোগ্য আইন, বিধিমালা ও প্রশাসনিক পদ্ধতি সমূহের কার্যকারিতা উক্ত বাণিজ্যকে ঝুঁকিপূর্ণ না ক'রে তা সহজতর করা।

১১.৩.৪ যখন এক রাষ্ট্রের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের ব্যবসায় আইনগত পরিবর্তন প্রবর্তন করার ফলে অন্য রাষ্ট্রের এই ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে সে ক্ষেত্রে সে সব রাষ্ট্রকে (ক্ষতিগ্রস্থ রাষ্ট্র) যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করতে হবে এবং সময় দিতে হবে যাতে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ও পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারে। এ বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্থ রাষ্ট্রগুলোর সাথে আলোচনা করে সময়সীমা নির্ধারণ করা উচিত, যাতে তারা পরিবর্তন সমূহ বাস্তবায়ন করতে পারে। উন্নয়নশীল দেশ সমূহ কর্তৃক এ সব বাধ্যবাধকতা সাময়িক শিথিলকরণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

১১.৩.৫ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রয়োগযোগ্য আইন ও বিধিমালার শর্তাবলী যথাযথ ভাবে কার্যকর হচ্ছে কি না তা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পর্যালোচনা করা।

১১.৩.৬ রাষ্ট্রসমূহের উচিত যতদূর সম্ভব আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সংশ্লিষ্ট সংস্থান অনুসারে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রয়োগযোগ্য মানদন্ডের সমন্বয় করা।

১১.৩.৭ রাষ্ট্র সমুহের উচিত সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যানগত প্রাসঙ্গিক ও সঠিক তথ্যাদি সময়মত সংগ্রহ, বিতরণ ও বিনিময় করা।

১১.৩.৮ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সে দেশের প্রয়োগযোগ্য আইন, বিধিমালা এবং প্রশাসনিক পদ্ধতির সংস্কার ও পরিবর্তন সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ভাবে আগ্রহী রাষ্ট্রসমূহ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এবং অন্যান্য উপযুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাকে অবহিত করা।

অনুচ্ছেদ ১২ - মৎস্য গবেষণা

১২.১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের জন্য ফিশারীজ ম্যানেজার এবং অন্যান্য আগ্রহী পক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দেয়া। সুতরাং রাষ্ট্রসমূহের উচিত জীববিদ্যা, প্রতিবেশবিদ্যা (ecology), প্রযুক্তি (technology), পরিবেশ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, জলজ প্রাণীর চাষ ও পুষ্টি বিজ্ঞান সহ মৎস্য বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত গবেষণা পরিচালনা নিশ্চিত করা। উন্নয়নশীল দেশ সমূহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের উচিত বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা করে গবেষণা পরিচালনার জন্য সুবিধাদি সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

১২.২ রাষ্ট্র সমূহের উচিত প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্র এবং এর উপযুক্ত ব্যবহার নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।

১২.৩ মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি সহজ লভ্য করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহের উচিত গবেষণার মাধ্যমে লব্ধ উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষিত ফলাফল প্রকাশ ও ক্ষেত্র বিশেষে গোপনীয়তা রক্ষা করে অনায়াসে যাতে বোধগম্য হয় সে ভাবে তা যথাসময়ে বিতরণ করা। পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অভাবের ক্ষেত্রে যথাশীঘ্র উপযুক্ত গবেষণা শুরু করা প্রয়োজন।

১২.৪ রাষ্ট্রসমূহের উচিত বাই-ক্যাচ, বাতিলকৃত বা ফেলে দেয়া মাছ ও আবর্জনা নিঃষ্কাশন সংক্রান্ত উপাত্ত সহ নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক উপাত্ত যা মৎস্য সম্পদ ও প্রতিবেশের অবস্থা নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন, তা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপাত্ত যথা সময়ে সংকলিত করে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সমুহ, আঞ্চলিক ও বিশ্ব মৎস্য সংস্থার নিকট সরবরাহ করা উচিত।

১২.৫ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য আহরণ চাপ, দূষণ বা আবাসস্থলের অবস্থা পরিবর্তনের ফলে প্রতিবেশ পরিবর্তনের প্রভাব সহ তাদের এলাকাভূক্ত মজুদ মৎস্য সম্পদের অবস্থা নিরূপণ ও পরিবীক্ষণ করা। রাষ্ট্রের আরও উচিত মৎস্য ভান্ডার ও জলজ প্রতিবেশের উপর আবহাওয়া বা পরিবেশ পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণে প্রয়োজনীয় গবেষণার সামর্থ প্রতিষ্ঠিত করা।

১২.৬ রাষ্ট্রসমূহের উচিত স্বীকৃত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক মানদন্ডের চাহিদা পূরণে জাতীয় গবেষণার সামর্থ শক্তিশালীকরণে সহায়তা করা।

১২.৭ রাষ্ট্রসমূহের উচিত সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় মৎস্য সম্পদের সঠিক মাত্রায় ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা কাজ উৎসাহিত করা এবং 'খাদ্য হিসেবে মৎস্য' সম্পর্কিত জাতীয় নীতির সমর্থনে গবেষণা উৎসাহিত করা।

১২.৮ রাষ্ট্রসমূহের উচিত জলজ উৎস হতে মানুষের খাদ্য সরবরাহের ও যেখান থেকে তা সংগ্রহ করা হয় তার পরিবেশ এবং ভোক্তাদের স্বাস্থ্যের উপর যাতে কোন বিরূপ প্রভাব না পড়ে তার পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করা। ঐসব গবেষণার ফলাফল প্রকাশ্যভাবে পাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত ।

১২.৯ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য বিষয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অভিমুখী যথেষ্ট গবেষণা পরিচালনা নিশ্চিত করা যাতে চলমান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং নীতি নির্ধারণে তুলনীয় উপাত্ত তৈরি সম্ভব হয়।

১২.১০ রাষ্ট্রসমূহের উচিত সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের হাতিয়ার হিসেবে অব্যবহারযোগ্য মৎস্য আহরণ হ্রাস করা এবং প্রতিবেশের ও জলজ- আবাসস্থলের জীববৈচিত্রের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য মৎস্য আহরণের জাল ও সরঞ্জামাদির নৈর্বাচনিকতা সম্পর্কে, অভিষ্ট প্রজাতির উপর জাল ও অন্যান্য উপকরণের পরিবেশগত প্রভাব এবং অভিষ্ট ও অনভিষ্ট প্রজাতির আচরণ সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করা।

১২.১১ রাষ্ট্রসমূহের উচিত বাণিজ্যিক ভাবে কোন নতুন ধরনের জাল প্রবর্তনের পূর্বে যেখানে তা ব্যবহৃত হবে সেখানকার প্রতিবেশ এবং মৎস্য সম্পদের উপর তার প্রভাবের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করা। ঐ ধরনের জাল প্রবর্তনের পরবর্তী প্রভাব ও ফলাফল পরিবীক্ষণ করা উচিত।

১২.১২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত মৎস্য বিষয়ক সনাতনী জ্ঞান ও প্রযুক্তি, বিশেষত: যা ক্ষুদ্রায়ত মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত তা অনুসন্ধান ও লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা, যাতে স্থিতিশীল ভাবে মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নে এগুলোর প্রয়োগ মূল্যায়ন করা যায়।

১২.১৩ রাষ্ট্রসমূহের উচিত সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য, রেফারেন্স পয়েন্ট এবং কার্যকারিতার মানদন্ড ছাড়াও ফলিত গবেষণা ও মৎস্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে যথেষ্ট যোগসূত্র নিশ্চিতকরণের জন্য গবেষণার ফলাফলকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার উৎসাহিত করা।

১২.১৪ রাষ্ট্রসমূহ যখন অন্য কোন দেশের জলসীমায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করবে তখন তাদের জাহাজের ঐ দেশের আইন, নিয়ন্ত্রণ-বিধি এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা নিশ্চিত করা উচিত।

১২.১৫ রাষ্ট্রসমূহের উচিত গভীর সমুদ্রে গবেষণা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একই ধরনের নির্দেশিকা প্রবর্তন করা।

১২.১৬ রাষ্ট্রসমূহের উচিত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপ-আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক পর্যায়ে একই ধরনের গবেষণা নির্দেশিকা প্রবর্তনের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় সমর্থন করা এবং ঐ গবেষণায় লব্ধ ফলাফল অন্য অঞ্চলের সাথে ভাগাভাগিতে উৎসাহিত করা।

১২.১৭ রাষ্ট্রসমূহের উচিত সরাসরি বা সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় আন্তঃসীমানা জলজ সম্পদ ভান্ডারের অবস্থা এবং জীববিজ্ঞান, পরিবেশ ও অবস্থা সম্পর্কে ধারণা উন্নয়নের জন্য পরস্পর সহযোগী কারিগরি ও গবেষণা কর্মসূচি প্রবর্তন করা ।

১২.১৮ রাষ্ট্রসমূহ ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর উচিত উন্নয়নশীল দেশ সমূহের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষতঃ উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, তথ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিতে সামর্থ বৃদ্ধি উৎসাহিত করা। যাতে তারা কার্যকর ভাবে জীবন্ত জলজ সম্পদের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং স্থিতিশীল ব্যবহারে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

১২.১৯ উপযুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের উচিত, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রসমূহের অনুরোধে অতীতে অনাহরিত বা অত্যন্ত স্বল্পমাত্রায় আহরিত মৎস্য মজুদের মূল্যায়ন উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান ও গবেষণায় কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা দেয়া।

১২.২০ সংশ্লিষ্ট কারিগরি ও অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের উচিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল দেশের প্রতি অভিনিবেশ সহ এবং তাদের মধ্যে বিশেষতঃ স্বল্পোন্নত দেশ এবং ছোট উন্নয়নশীল দ্বীপ-দেশ সমূহকে তাদের গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগিতা করা।

পরিশিষ্ট - ১

এফএও সম্মেলনের আটাশতম অধিবেশনে গৃহীত রেজলুশন

কারগরি কমিটি কর্তৃক প্রণীত এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থায় বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এবং অবশেষে ৩১ অক্টোবর ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত এফএও সম্মেলনের ২৮তম অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে 'দায়িত্বশীল মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার আচরণ-বিধি' এবং সংশ্লিষ্ট রেজলুশন গৃহীত হয়। রেজলুশন এই পরিশিষ্টে বর্ণিত হলো।

রেজলুশন

সম্মেলন

স্বীকৃতি দিচ্ছে, বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়ন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য জীবন্ত জলজ সম্পদ ও তাদের পরিবেশের স্থিতিশীলতা,

স্মরণ করছে, মৎস্য বিষয়ক কমিটি ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ দায়িত্বশীল মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণার প্রবর্তন এবং এ বিষয়ে সম্ভাব্য কৌশল প্রণয়নের সুপারিশ করেছিল,

বিবেচনা করছে যে, ক্যানকুন ঘোষণা (Cancun Declaration) যা এফএও এর সহযোগিতায় মেক্সিকো সরকার কর্তৃক মে ১৯৯২ সালে আয়োজিত দায়িত্বশীল মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে উৎসারিত, এতে দায়িত্বশীল মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার আচরণ-বিধি প্রণয়নে আহ্বান জানানো হয়,

স্মরণ করছে যে, ১৯৮২ সালে জাতিসংঘের সমুদ্র আইন কনভেনশন কার্যকর হওয়ার প্রেক্ষিতে ১৯৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সমুদ্র আইনের কনভেনশন বাস্তবায়নের চুক্তি গৃহীত হয় যা নির্দিষ্ট এলাকায় বিচরণকারী মৎস্য মজুদ এবং অতিমাত্রায় অভিপ্রয়াণকারী মৎস্য মজুদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত, ফলে ১৯৯২ সালে রিও ঘোষণায় এবং UNCED এর এজেন্ডা ২১ এর প্রত্যাশা অনুসারে উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এফএও এর উপর তার ম্যান্ডেট অনুসারে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়,

স্মরণ করছে যে, সম্মেলন ১৯৯৩ সালে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযান কর্তৃক "আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ ও ব্যবস্থপনা পদ্ধতি" মেনে চলার উদ্দেশ্যে 'এফএও চুক্তিনামা' গ্রহণ করে। এই চুক্তিনামাই আচরণ-বিধির অপরিহার্য অংশ হিসেবে পরিণত হবে,

সন্তুষ্টির সাথে লক্ষ্য করছে যে, এফএও তার গর্ভানিং বডির সিদ্ধান্ত অনুসারে আচরণ-বিধি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে অনেক কারিগরি সভার আয়োজন করে এবং এ সব সভা মৎস্য সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার আচরণ-বিধি প্রণয়নের মূল অংশগুলোতে সম্মত হয়, স্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে যে, ১৯৯৫ সালের ১৪-১৫ মার্চ মৎস্য বিষয়ক মন্ত্রীদের সভায় উৎসারিত বিশ্ব মৎস্য সম্পদ সম্পর্কে রোম ঐকমত্য (Rome Consensus on World Fisheries) সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমুহকে বিদ্যমান মৎস্য সম্পদের অবস্থার প্রেক্ষিতে কার্যকর ভাবে সাড়া দিতে জোরালো সুপারিশ করে - দায়িত্বশীল মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার আচরণ-বিধি প্রণয়ন সম্পন্ন করার মাধ্যমে এবং গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে

নিয়োজিত নৌযান কর্তৃক আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ সমূহ মেনে চলার চুক্তি সম্পাদনের বিষয় বিবেচনা করে ঃ

১. সিদ্ধান্ত হয়, দায়িত্বশীল মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার আচরণ-বিধি গ্রহণ করার ;

২. আহ্বান জানানো হচ্ছে, রাষ্ট্র সমুহ, সরকারী বা বেসরকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং যারা এই আচরণ-বিধিতে বর্ণিত নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও পরিপূরণে মৎস্য সেক্টরের সাথে জড়িত তাদেরকে;

৩. জোর দিচ্ছে যে, আচরণ-বিধির সংস্থানগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিশেষ চাহিদা বিবেচনা করার জন্য ;

৪. অনুরোধ জানাচ্ছে, এই আচরণ-বিধি বাস্তবায়নে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পরামর্শ দেবার জন্য এফএও এর কর্মসূচিতে কার্যক্রম ও বাজেটের সংস্থান করতে এবং আন্তঃআঞ্চলিক সহযোগিতা কর্মসূচির সম্প্রসারণে, যাতে এই আচরণ-বিধি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহিঃ-সাহার্য প্রদান করা যায় ;

৫. আরও অনুরোধ জানাচ্ছে, এফএও কে তার সদস্য ও আগ্রহী সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এই আচরণ-বিধি বাস্তবায়নে কারগিরি নির্দেশনার বিশদ ব্যাখ্যার জন্য;

৬. আহবান জানাচ্ছে, খাদ্য ও কৃষি সংস্থাকে (এফএও) মৎস্য সম্পদের উপর আচরণ-বিধি বাস্তবায়নের এবং জাতিসংঘের অন্যান্য দলিল ও সিদ্ধান্ত সমূহের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপের প্রভাব পরিবীক্ষণ ও রিপোর্ট করার এবং বিশেষতঃ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তবলী যা নির্দিষ্ট এলাকায় বিচরণকারী মৎস্য ভান্ডার ও অতিমাত্রায় অভিপ্রয়াণকারী মৎস্য ভান্ডারের উপর সম্মেলনের কার্যকারিতা প্রদানে, যা ১৯৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর এর সমুদ্র আইনের উপর জাতিসংঘ কনভেনশনের সংস্থান সমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে চুক্তিনামা সম্পাদনে নির্দিষ্ট এলাকায় বিচরণকারী মৎস্য ভান্ডার ও অতিমাত্রায় অভিপ্রয়াণকারী মৎস্য ভান্ডার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত,

৭. সম্মেলন এফএও এর নিকট জোরালো সুপারিশ করছে আঞ্চলিক মৎস্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে যাতে উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও বিশ্ব সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইস্যুগুলোর আরও কার্যকর ভাবে বিহিত করতে পারা যায়।